।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

(শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ)

প্রমাণখণ্ডঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নত্বা ব্রজযুবদ্বন্দ্বং তদৈক্যঞ্চ মহাপ্রভুম্।
শ্রূয়তাং ধামমাহাত্ম্যং প্রমাণ-সংগ্রহোদিতম্।।ক।।
শ্রীনবদ্বীপমুদ্দিশ্য শ্রুতিভির্যৎ প্রকাশিতম্।
তদহং সংগ্রহীষ্যামি বৈষ্ণবানাং সতাং মুদে।।খ।।
নবদ্বীপং সমুদ্দিশ্য ছান্দোগ্যে কথিতং হি যৎ।
তদাদৌ শ্রূয়তাং সাধো শ্রদ্ধয়া শাঠ্যশূণ্যয়া।।গ।।
অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতম্।।ঘ।।
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরমিতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ।।
তস্মিন্ যস্ত্বরাকাশো হ্যন্তর্দ্বীপঃ স উচ্যতে।।ঙ।।

(হে সাধুগণ,) আপনারা ব্রজযুবযুগল (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) এবং তাঁহাদের মিলিত তনুস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক প্রমাণসংগ্রহ-গ্রন্থে কথিত শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।।ক।।

শ্রীনবদ্বীপধামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি বৈষ্ণব-সজ্জনগণের প্রীতির জন্য এস্থলে তাহা সংগ্রহ করিতেছি।।খ।।

হে সাধুজন, ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহকারে তাহাই প্রথমতঃ শ্রবণ করুন।।গ।।

এই শরীরের অভ্যন্তরে 'ব্রহ্মপুর' নামে পদ্ম বর্তমান রহিয়াছে, ঐ অদ্ভুত-পুর পদ্মাকৃতি এবং অষ্টদলবিশিষ্ট।।ঘ।।

ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ (মধ্যবর্তী) 'দহর'' নামক স্থানই 'মায়াপুর' বলিয়া কথিত; ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার নিবাসক্ষেত্র এবং উহার মধ্যস্থিত আকাশই (অর্থাৎ অন্তরাকাশ) অন্তর্দ্বীপ বলিয়া কথিত হয়।।ঙ।।

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।।২।।

ব্রূয়াদ্যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানোযোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্র-মসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।।৩।।

হরিঃ ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।।১।।○

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জ্বরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি।।৪।।

এই ব্রহ্মপুরে 'দহর'' পদ্ম নামক যে ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে, ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশমধ্যে তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকে জানিতে (তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে) ইচ্ছা করিবে।।১।।

গুরু পুর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে শিষ্যগণ যদি বলেন যে, এই ব্রহ্মপুরমধ্যে যে দহরপদ্ম এবং তন্মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান আছে, তথায় এমন কি বস্তু রহিয়াছে যাহার অন্বেষণ এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত।।২।।

তখন গুরু উত্তরে বলিবেন যে, এই বহির্জগতে যেরূপ আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও (অন্তর্জগতে) বস্তুতঃ তৎসদৃশ আকাশ বর্ত্তমান।

তথায়ও এই বহির্জগতের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য, অগ্নি-বায়ু, চন্দ্র-সূর্য্য, বিদ্যুৎ-নক্ষত্র এবং এই জগতে অন্যান্য যাহা কিছু আছে তাহা এবং এখানে যে সকল পদার্থের অভাব রহিয়াছে—তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান আছে।।৩।।

তৎকালে শিষ্যগণ যদিপুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই শরীরমধ্যগত ব্রহ্মপুর-মধ্যে যদি ভূতগণ এবং সমস্ত কামনা প্রভৃতি নিখিল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যৎকালে এই শরীর জরাগ্রস্ত কিম্বা বিনষ্ট হইয়া যায়, সে সময়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী পদার্থসকলও নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায়।।৪।

○ ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে ব্রহ্মধাম অর্থাৎ গোলক, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট অপ্রাকৃত চিদ্ধামের বর্ণন দেখা যায়। এই জড়জগতে যে বৈচিত্র্য, সে-সমুদয় এবং তদতিরিক্ত বহুতর সাত্ত্বিক বৈচিত্র্য তথায় সমাহিতরূপে আছে। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই ধামপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আশার ইয়ত্তা। সেই ধামপ্রাপ্ত জীবগণ স্ব-স্ব সঙ্কল্পানুসারে নিজ নিজ মহিমা লাভ করেন।।১-৬।।

স ব্রূয়ান্নস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি।।৫।।

তদযথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামূত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমননবিদ্যা ব্রজন্ত্যেতাংশ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।৬।।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৭।।O

তখন গুরু উত্তর করিবেন,— এই শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও ঐ পদার্থ জীর্ণ হয় না, এই শরীর নষ্ট হইলেও ঐ পদার্থ বিনষ্ট হয় না। এই ব্রহ্মপুর সত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর; এই স্থানেই যাবতীয় কাম অবস্থিত। এই আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবশূন্য। তিনি সত্যকাম এবং সত্য-সঙ্কল্পময় অর্থাৎ তাঁহার কামনা বা সঙ্কল্প কুত্রাপি প্রতিহত হয় না।

এ জগতে প্রজাসকলের মধ্যে যিনি যে-বিষয়ের কামনা করেন, তিনি যথানিয়মে গ্রাম বা ক্ষেত্র প্রভৃতি তত্তৎ-বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকেন।।৫।।

এ জগতে যেরূপ ভোগের দ্বারা কর্ম্মার্জ্জিত শস্যাদি-সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ যজ্ঞাদিজনিত পুণ্য-উপার্জ্জিত পারলৌকিকস্বর্গাদি বিষয়েরও ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে।

যাঁহার আত্মার স্বরূপ এবং তদীয় সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে কামানুসারে বিচরণ করিতে পারেন না।

আর যাঁহার ইহলোকে আত্মার স্বরূপ এবং সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারেন ।।৬।।

তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৭।।

প্রভুর সহিত সম্বন্ধানুসারে ভাবের উদয় হয়; যথা - পিতৃভাব (জগন্নাথ মিশ্রের), মাতৃভাব (শচীদেবীর), ভ্রাতৃভাব (শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীনিত্যানন্দের), স্বসৃভাব (উমা, রমা প্রভৃতির), সখ্যভাব (গৌরীদাস ইত্যাদির), মালীভাব (শ্রীধরাদির), অন্নপান সেবাভাব (স্ব-পল্লীবাসী প্রভৃতির), গীতবাদিত ভাব (শ্রীবাসাদির), স্ত্রীলোক কামভাব (শ্রীঅদ্বৈতাদির স্বস্ত্রীক প্রভুসেবন)।।৭-১৬।।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৮।।

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৯।।

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১০।।

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুতিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১১।।

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১২।।

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠত-স্তেণান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১৩।।

যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন,তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই মাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৮।।

যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন,তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই ভ্রাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৯।।

যদি তিনি স্বসৃলোক (ভগিনীলোক) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই স্বসৃগণ (ভগিনীগণ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি স্বসৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১০।।

যদি তিনি সখিলোক (বন্ধুলোক) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই সখীগণ (বন্ধুগণ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি সখীলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১১।।

যদি তিনি গন্ধমাল্যলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই তৎসমীপে গন্ধমাল্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ গন্ধমাল্যলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১২।।

যদি তিনি অন্ন-পানীয়লোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই তৎসমীপে (বিবিধ সুস্বাদু) অন্ন-পানীয় উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ অন্নপানলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৩।।

---

(১৭) ○ চিদ্ধামগত জীবদিগের ইষ্টলাভ সিদ্ধ হয়। যেহেতু পরমপুরুষ সেবা সম্বন্ধীয় কাম সকল সত্য এবং অনৃত অর্থাৎ অবিদ্যা কর্ত্তৃক অনাচ্ছাদিত। সেই কাম নিত্যধামে কার্য্যকর হয় আর অনিত্যধামে ফলদায়ক হয় না। নিত্যধাম নবদ্বীপে সত্যকাম-পুরুষেরা ঐ সমস্ত ইষ্টলাভপূর্ব্বক প্রভুসেবায় নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু অবিদ্যাশ্রিত জীবসকলতাহাদের ভাব না জানিয়া আপনাদিগের ন্যায় জ্ঞান লাভ করেন।

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১৪।।

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১৫।।

যং যমন্তমভি কামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১৬।।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সত্যমনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে।।১৭।। ○

অথ যে যাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যত্র এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।।১৮।।

যদি তিনি গীতবাদ্যলোককামনা করেন তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই তৎসমীপে গীতবাদ্য উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ গীতবাদ্যসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৪।।

যদি তিনি স্ত্রীলোক কামনা করেন,তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই (দিব্য) স্ত্রী-গণ তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ স্ত্রীলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৫।।

তিনি যে যে বিষয়ে কামনাযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ যাহা কামনা করেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার নিকট সঙ্কল্পমাত্র উপস্থিত হয় এবং তিনি তৎ সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৬।।

ঐ সমস্ত সত্যকাম অনৃত অর্থাৎ অসত্যদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অসত্যই ঐ সকল বিদ্যমান সত্যপদার্থের আচ্ছাদক। (এই জন্যই) এই লোক হইতে যে-সকল জীব প্রস্থান করে, তাহাদিগকে আর কেহ এ স্থানে দেখিতে পায় না।।১৭।।

এই লোকে যে-সকল জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে ও এ স্থান হইতেযাহারা প্রস্থান করিয়াছে এবং ইহলোকে কামনাদ্বারাও যাহা লাভ করা যায় না,তৎসমুদয়ই এই স্থানে (ব্রহ্মপুরে) লাভকরা যায়। ইহলোকে আত্মার সত্যকাম-গুণ অসত্যদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। যেমন— যাহারা ক্ষেত্রের (সুবর্ণাদি ধাতুর আকরভূমির) গুণ অবগত নহে, তাহারা নিরন্তর তদুপরি বিচরণ করিয়াও তন্মধ্যস্থিত সুবর্ণের সন্ধান পায় না, সেইরূপ (আত্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ) এই প্রজাসকলও অসত্যদ্বারা আবৃত থাকিয়া প্রতিদিন এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে না।। ১৮।।

এই ক্ষেত্রে হিরণ্য আছে এরূপ না জানিয়া অহরহঃ সেই ক্ষেত্র দিয়া গমন করিয়াও যেরূপ অনভিজ্ঞ হিরণ্যজ্ঞানলাভ করে না, তদ্রূপ। জড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের আত্মার নাম হৃদয়, সেই হৃদয় জড় ভাবনা করিতে করিতে জড়সূক্ষ্ম যে স্বর্গ তাহা লাভ করে। যাঁহারা জড়সম্বন্ধশূণ্য তাঁহারা চিজ্জ্যোতিস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের নিরুপাধিক কৃষ্ণচৈতন্যাদি নাম আশ্রয় করেন। 'সৎ' 'ই' 'যং' — এই তিন অক্ষরময় নাম। 'সৎ'- শব্দে অমৃত, 'ই' -শব্দে মর্ত্ত্য। তদুভয় সংযোগে যাহা হয়, তাহা 'যং'।

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।।১৯।।

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্যহ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।।২০।।

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্যন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।।২১।।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপিনক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।।২২।। ○

এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। "হৃদি" অর্থাৎ হৃদয়ে "অয়ম্" অর্থাৎ এই আত্মা অবস্থান করেন বলিয়াই ঐ স্থানও "হৃদয়" নামে পরিচিত। যিনি নিরন্তর এ সমস্ত বিষয় জানিতেছেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।১৯।।

এই শরীর হইতে যে সম্প্রসাদ (জীব) উর্দ্ধদিকে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি অমর অভয় ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ তিনিই "সত্য" নামে পরিচিত।।২০।।

তদীয় "সত্য" এই নামের অভ্যন্তরে "সৎ", "ই", "য"– এই তিনটি অক্ষর বর্ত্তমান। তন্মধ্যে "সৎ" অর্থ অমৃত, "ই" অর্থ মর্ত্ত্য, এবং ঐ উভয় মিলিয়া "য" নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি নিরন্তর ইহা অবগত হন, তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।।২১।।

এই আত্মা সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত লোক যাহাতে যথাযথভাবে স্বকীয় মর্য্যাদা অনুসারে অবস্থান করিতে পারে, সেইভাবে তিনিই ইহাদিগকে ধারণকরিয়া আছেন। দিন-রাত্রি (অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্র) কিম্বা জরা, মৃত্যু, শোক, সৎকর্ম্ম,দুষ্কর্ম্ম কেহই এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে (অতিক্রম করিতে) পারে না।।২২।।

এইরূপ যাঁহারা দিবানিশি চিন্তা করেন, যাঁহারা স্বর্গলাভ করেন; আত্মলোক লাভ করেন না। আত্মজ্ঞ পুরুষেরা সৎ-শব্দে কৃষ্ণ, ই- শব্দে তস্য স্বরূপশক্তি ও তদুভয়ের সংযোগ যং-শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানেন। তাঁহারাই শ্রীনবদ্বীপ লাভ করেন।।১৭-২১

তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।২৩।।

অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মান-মনুবিন্দতে।।২৪।।

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে।।২৫।।

পাপ সকল তাহার নিকট হইতে নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মলোক সমস্ত পাপনাশক; সেইজন্য এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে (লাভ করিতে পারিলে) অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে, বিদ্ধ (সংসার-দুঃখাদি-গ্রস্ত) অবিদ্ধ (তদ্‌দুঃখশূন্য) হইয়া থাকে; সন্তাপযুক্ত ব্যক্তি সন্তাপহীন হইয়া থাকে এবং এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে রাত্রিও দিবসরূপে পরিণত হইতে পারে; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিরন্তর প্রকাশমান রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই মনোরথ পূরণ করিয়া থাকে। সমস্ত লোকেই তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে পারেন।।২৩।।

ইহলোকে ''যজ্ঞ''-নামে যাহা পরিচিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ) ঐ ''যজ্ঞ''; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য-বলেই তাঁহার জ্ঞান এবং লাভ হইয়া থাকে।

ইহলোকে ''ইষ্ট'' নামে যাহা কথিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ) ঐ ''ইষ্ট''। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য-বলেই উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়।।২৪।।

ইহলোকে 'সত্রায়ণ'' নামে যাহা খ্যাত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ 'সত্রায়ণ''। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই জীব ''সৎ'' অর্থাৎ আত্মার ''ত্রায়ণ'' অর্থাৎ ত্রাণ (উদ্ধার) অবগত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহা ''মৌন'' নামে প্রসিদ্ধ, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ ''মৌন''। কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া তদ্‌বিষয়ে মনন (অর্থাৎ বিচার) করা যায়।।২৫।।

○ শ্রীনবদ্বীপবাসীদিগের মানবধর্ম্ম ও আচারদৃষ্টে তাহাদের নিরুপাধিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ হইতে পারে, তাহা নিরসন-করুণাভিপ্রায়ে চান্দোগ্য বলিতেছেন— চিদ্ধাম-গত আত্মার স্বভাবতঃ উপাধি নাই; কিন্তু ঐ চিদ্ধাম প্রাপঞ্চিক জগতে জীবত্রাণার্থ অবতীর্ণ হওয়ায় বদ্ধজীবদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য তত্রস্থ শুদ্ধ জীবগণ ও প্রভুস্বয়ং ধর্ম্মাচারণলক্ষণ প্রদর্শন করান। তাঁহারা স্বভাবতঃ অমৃত, অশোক, অপহতপাপ্মা, অনন্ধ, অবিদ্ধ, অনুতাপী হইয়াও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম দেখাইয়া জীবের উদ্ধার পথ দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মসেতু উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল জীব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। যেহেতু সেই ব্রহ্মলোকগত পুরুষেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বলোকে কামচারীর ন্যায় থাকিতে পারেন।।২২-২৩।।

ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা সেই কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মে চরণ বা ব্রহ্মানুশীলনই অর্থাৎ ফলতঃ ভগবদনুশীলনই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্রে সাধনরে যে-সকল নাম দিয়াছেন,

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতৌ দিবি তদৈরমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।।২৬।।

তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।২৭।।

ইহলোকে "অনাশকায়ন" নামে যাহা কীর্ত্তিত হয়, (বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অনাশকায়ন"। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে আত্মার অবগতি হইয়াছে, ঐ আত্মা কখনও বিনষ্ট (আধোগতি বা সংসারবন্ধনযুক্ত) হয় না।

ইহলোকে "অরণ্যায়ন" নামে যাহা বিদিত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অরণ্যায়ন"। "অর" এবং "ণ্য" নামে প্রসিদ্ধ সমুদ্রদ্বয় ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত। যে-স্থলে ঐ রমদীয় (মনোরম অন্নময়) সরোবর, সোমসবন নামক অশ্বত্থ বৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী, ব্রহ্মার প্রভুত্বযুক্ত হিরন্ময় স্থান বর্ত্তমান আছে।। ২৬।।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে ব্রহ্মলোকস্থিত "অর", "ণ্য" অর্থাৎ অর্ণবকে অবগত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বত্র যথেচ্ছভাবে বিহার করিতে পারেন।। ২৭।।

এই আদিত্যের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ (তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা) দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু (স্বর্ণময় শ্মশ্রুযুক্ত), হিরণ্যকেশ (সুবর্ণময় কেশযুক্ত) এবং তাঁহার নখ হইতে সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণময়।।২৮।।

সে সমুদায়ই ব্রহ্মচর্য্য। যজ্ঞ, সত্রায়ণ, মৌন, অনাশকায়ন ও অরণ্যায়ন— সকলই ব্রহ্মচর্য্য। অরণ্যায়নই চরম, তজ্জন্য তাহারি বশেষ ব্যাখ্যা আবশ্যক। অরণ্য গোকুল মহাবন; তাহাই চিদ্ধামের সর্ব্বোচ্চ পদ। ভক্তিদ্বারা তথায় গমন হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপের অন্তবর্ত্তী মায়াপুরই গোকুল মহাবন। সেখানে পৃথুকুণ্ড ও স্বর্ণদী রূপ দুই অর্ণব। স্থূল ও লিঙ্গ-জগৎ অতিক্রম করত তৃতীয় অপরিমেয় চিদ্ধাম। তথায় প্রেমরূপ আসব তৎপূর্ণসরোবর। সোম-সবন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র-নামকীর্ত্তন-যজ্ঞ। অশ্বত্থ মহাবৃক্ষ, কীর্ত্তনপীঠ ছায়ামণ্ডপ, শ্রীবাসাঙ্গ ন, হিরন্ময় অপরাজিত পরব্রহ্মপুর-রূপ যোগপীঠ ইত্যাদি। সেই পরব্রহ্মলোক নবদ্বীপগত অর্ণবদ্বয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লব্ধ। যাঁহারা সেই নবদ্বীপধাম লাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ।। ২৪-২৭।।

য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।।২৮।।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নামস এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্যো য এবং বেদ।।২৯।।

মুণ্ডকে কথিতং যত্তু ব্রহ্মধাম হিরণ্ময়ম্।
মায়াপুরগতং তদ্ধি যোগপীঠং সুনির্ম্মলম্।।চ।।
হিরণ্ময় পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। ○
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরঃ।।৩০।।

চৈতন্যোপনিষদ্বাক্যং শৃণু সাধো প্রযত্নতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং যেন সাক্ষাৎ সমীরিতম্।।ছ।।

স তথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসদ্যাহ ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্ন-প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি? কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহীতি।।৩১।।

তাঁহার নয়নযুগল সূর্য্যকর-বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি "উদিতি" নামে খ্যাত। তিনি সর্ব্বপাপ অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থিত। যিনি ইহাকে এরূপভাবে জানেন, তিনিও সর্ব্বপাপ অতিক্রম করেন।।২৯।।

মুণ্ডক-উপনিষদে যে হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে। মায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম।। চ ।।

হিরণ্ময় পরম কোষাভ্যন্তরে রজোগুণ-সংসর্গরহিত শুদ্ধসত্ত্বময় জ্যোতিষ্কগণের পরম জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ বিশ্বপ্রকাশ) যে নিষ্কল (অখণ্ড ব্রহ্ম) অবস্থিত, আত্মতত্ত্বজ্ঞগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যে-সকল নিষ্কাম বুধজন পরম-পুরুষের উপাসক, তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্ব গুণময় পদার্থবিভূষিত পরমব্রহ্মধামকে অবগত হইতে পারেন এবং এই সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।।৩০।।

হে সাধুজন, আপনারা চৈতন্য-উপনিষদ্-বাক্য মনোযোগে শ্রবণ করুন। তথায় সাক্ষাদ্ভাবে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত রহিয়াছে।।ছ।।

তিনি সেরূপভাবে পুনরায় তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, - হে ভগবন, কলিযুগের পাপাচ্ছন্নমতি লোকসকল কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারে? কলিযুগে দেবতাই বা কে এবং উপাসনা-মন্ত্রই বা কি, তাহা বলুন।।৩১।।

○ 'বিরজং'- বিরজা-সেবিত। 'ব্রহ্ম নিষ্কলম্'-কলা বা বিভাগরহিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ শক্তি রাধা ও শক্তিমান্ কৃষ্ণ অপৃথকরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

স হোবচ,-রহস্যং তে বদিষ্যামি। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভূজো গৌরঃ, সর্ব্বাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপোভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি।। ৩২।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তিনি (উত্তরে) বলিলেন, -- তোমার নিকট গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। গঙ্গাতীরে গোলক-সংজ্ঞক নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ গোবিন্দ দ্বিভূজ, গৌরকান্তি, মহাত্মা, মহাযোগী, মায়িক-গুণত্রয়রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির প্রচার করিবেন। এ বিষয়ে এ সমস্ত প্রমাণশ্লোক রহিয়াছে।।৩২।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে প্রথম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অনন্তসংহিতায়াং যদীশেন বর্ণিতং পুরা।
তদাদৌ সংগ্রহীষ্যামি বিদ্বচ্চিত্ত-সুখাবহম্।।ক।।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ, —

কো বা স কৃষ্ণচৈতন্যো কিম্বা তচ্চরিতং শুভম্।
অনন্তসংহিতা কা বা কথং কেন প্রকাশিতা।।১।।
বিষ্ণোর্বিবিধনামানি শ্রুতানি তব বক্তৃতঃ।
গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণচৈতন্যৌ ন কদাপি প্রকাশিতৌ।।২।।
দধারোর্দ্ধমুখে কস্মান্নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্।
সংহিতাঞ্চ শুভাধারাং প্রাণনাথ বদস্ব তৎ।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ, —

অহোতি ভাগ্যং তব শৈলপুত্রি, রাধাসমাং ত্বাং হি জগাদ বিষ্ণুঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথাসু কান্তে, যোগ্যাসি কৃষ্ণার্পিতদেহ-বুদ্ধিঃ।।৪।।

অনন্ত-সংহিতায় মহাদেব পূর্ব্বে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, বুধজনের চিত্তসুখকর সেই বিষয় প্রথমেই এস্থলে বর্ণন করিব।।ক।।

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, — (হে প্রাণনাথ,) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে? তাঁহার পুণ্যচরিতই বা কিরূপ? অনন্তসংহিতা কি এবং কি-জন্য কে প্রকাশিত করিয়াছেন?১।।

আপনার মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অনেক নাম শুনিয়াছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ ওশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য— এই নামদ্বয় কোনদিনই প্রকাশ করেন নাই।।২।।

(হে প্রাণনাথ), আপনি কি জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলময় নাম এবং পুণ্যসংহিতা ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিযাছেন, তাহা বলুন।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন, -অহো হে পার্ব্বতি, তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী; ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে শ্রীরাধিকার সমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তোমার দেহ ও বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব হে কান্তে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-শ্রবণে তোমার যথার্থই অধিকার রহিয়াছে।।৪।।

যস্যাস্তি ভক্তির্ব্রজরাজপুত্রে, শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্য-কথাধিকারো, হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ।।৫।।
য আদিদেবোঽখিললোকনাথো, যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে, তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে।।৬।।
ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি, বিদ্বাংসমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ।
ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং, পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ।।৭।।
কেচিৎ কর্ম্মফলং প্রাহুঃ কেচিদাহুঃ পিতামহম্।
কেচিদ্‌যজ্ঞেশ্বরং প্রাহুঃ সর্ব্বজ্ঞমপরে জগুঃ।।৮।।
য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।।৯।।
কেবলং শুদ্ধচৈতন্যং তদৈবাসীদ্ বরাননে।
তস্মাত্তং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রবদন্তি মণীষিণঃ।।১০।।

কারণ শ্রীকৃষ্ণে এবং হরিতুল্য শ্রীরাধিকায় যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই চৈতন্যদেবের কথা-শ্রবণাদিতে অধিকার রহিয়াছে; কিন্তু হরিভক্তিহীন জনের সে-বিষয়ে কখনও অধিকার নাই।।৫।।

হে প্রিয়ে, যিনি সমস্তের আদিভূত, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, যাঁহা হইতে এই সমুদয় চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি পরমাত্মস্বরূপ এবং যাহাতে প্রলয়কালে সমস্তের লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে।।৬।।

বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা আদিবিদ্বান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কোন সম্প্রদায় জগতের একমাত্র স্বামী ঈশ্বর এবং অপরে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।।৭।।

কেহ বা তাঁহাকে কর্ম্মফল, কেহ পিতামহ, কেহ যজ্ঞেশ্বর এবং কেহ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।।৮।।

হে মহেশ্বরি, যিনি রাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই জগৎস্বামীই সৃষ্টির আদিকালে গৌররূপে প্রকটিত ছিলেন।।৯।।

হে সুমুখি, তৎকালে তিনি কেবল শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনীষীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকেন।।১০।।

আধারস্য কৃষিঃ শব্দো নশ্চ বিশ্বস্য বাচকঃ।
বিশ্বাধারস্তু যৎ ব্রহ্ম তং বৈ কৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।।১১।।
বিস্তরাম্মে নিগদতঃ শ্রুতো যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
বিশ্বাদৌ গৌরকান্তিত্বাৎ গৌরাঙ্গং বৈষ্ণবাঃ বিদুঃ।।১২।।
ন তদা প্রকৃতির্দেবী রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বমুত কিং মহদাদয়ঃ।।১৩।।
পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে।
আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।।১৪।।
একদা ভগবান্ দেবি নাগরাজো মহামনাঃ।
শ্বেতদ্বীপং যযৌ যত্র বিষ্ণুরাস্তে ত্রিলোকপঃ।।১৫।।
তং প্রণম্য মহাবাহুং সহস্রং-বদনো বিভুম্।
স্তত্বা পুরুষসূক্তেন্ ব্যাপৃচ্ছদ্বিহিতাঞ্জলিঃ।।১৬।।

শ্রীনাগরাজ উবাচ—

নারায়ণ দয়াসিন্ধো সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল।
অনুগ্রহেণ তে নাথ বিভর্ম্মি পৃথিবীমিমাম্।।১৭।।

'কৃষি' শব্দের অর্থ আধার এবং 'ন' শব্দের অর্থ বিশ্ব; অতএব পণ্ডিতগণ বিশ্বের আধারস্বরূপ ব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।।১১।।

পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে বিস্তৃতভাবে যে জগদীশ্বর কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছ, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে গৌর-কান্তিরূপে প্রকাশিত থাকায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া জানেন।।১২।।

তৎকালে সমস্ত বিশ্বের জননী সত্ত্ব-রজস্তমোগুণবিশিষ্টা প্রকৃতিদেবীও বর্ত্তমান ছিলেন না, অতএব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ত' সে-সময়ে কোনরূপ সত্তাই ছিল না।।১৩।।

সেই সর্ব্বকারণ-কারণ, আদি দেবতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছি।।১৪।।

হে দেবী, একদিন মহামতি ভগবান্ অনন্তদেব ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণু যেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।।১৫।।

অতঃপর সহস্রমুখ নাগরাজ মহাবাহু সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে প্রণাম এবং পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্তব করত কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।।১৬।।

শ্রীনাগরাজ বলিলেন,— হে সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দয়াসাগর, প্রভো, নারায়ণ, আমি আপনারই অনুগ্রহে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছি।।১৭।।

কৃপয়া তব দেবেশ দৃষ্টং সর্ব্বং চরাচরম্।
রাধামাধবয়োর্লীলাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।।১৮।।
প্রসাদাচ্চরণাব্জস্য ক্ষীরোদতনয়াপতে।
সর্ব্বত্রগামহং দেব রম্যং বৃন্দাবনং বিনা।।১৯।।
তদহং গন্তুমিচ্ছামি ধামশ্রেষ্ঠং মহাবনম্।
কথং গন্তুং হি শক্নোমি কৃপয়া তদ্বদস্ব মে।।২০।।
শ্রীমহাদেব উবাচ—
নাগরাজবচঃ শ্রুত্বা শ্বেতদ্বীপপতির্হরিঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্মধুরমুবাচ মধুসূদনঃ।।২১।।

শ্রীভগবানুবাচ —
নাগরাজ মহাবুদ্ধে কথং তে মতিরীদৃশী।
শুনঃশেফঃ সমাশ্রিত্য ভবাব্ধিং তর্ত্তুমিচ্ছসি।।২২।।
কিং বা ত্বয়া কৃতং পুণ্যং তপো বা ধরণীধর।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্ধাম গন্তুমিচ্ছসি সুন্দরম্।।২৩।।

'হে দেবাধিপতে, আপনার কৃপায় আমি সমগ্র চরাচর দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।।১৮।।

হে লক্ষ্মীপতে, আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের প্রসাদে আমি রমণীয় বৃন্দাবনধাম ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থানেই গমন করিয়াছি।।১৯।।

সম্প্রতি আমি এই শ্রেষ্ঠধাম মহাবনে গমন করিতে ইচ্ছুক, অতএব কিরূপে তথায় গমন করিতে সমর্থ হইব, তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন।।২০।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন— শ্বেতদ্বীপাধিপতি মধূসূদন শ্রীহরি নাগরাজের বাক্য শ্রবণ করত হাস্যসহকারে এবম্বিধ মধুরবাক্য বলিয়াছিলেন।।২১।।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন— হে নাগরাজ, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতএব তোমার এরূপ মতি হওয়ার কারণ কি? তোমার উপস্থিত বিষয়ে বাসনা, কুকুরের পশ্চাদ্ ভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছার ন্যায় নিতান্তই অসংঙ্গত।।২২।।

হে ধরণিধর, তুমি এমন কি পূণ্য অথবা তপস্যা অর্জ্জন করিয়াছ যে যাহার বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরম ধাম দর্শনে ইচ্ছা করিতেছ?২৩।।

গন্তুং সমর্থো নো যত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অহঞ্চ পালকো বিষ্ণুর্ন চ দেবো মহেশ্বরঃ।।২৪।।
ন চ যাতুং সমর্থোঽভূদ্‌গর্ভোদকপতিবিভুঃ।
ন সমর্থো মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতিঃ স্বয়ম্।।২৫।।
ন যত্র বসতে মায়া সর্ব্বলোকবিমোহিনী।
তদেব চিন্ময়ং ধাম কৃষ্ণস্য রাধিকাপতেঃ।।২৬।।
চিন্ময়াঃ পাদপা যত্র পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্।
সারঙ্গাঃ কুহুকণ্ঠাদ্যা মৃগাদ্যাঃ পশবস্তথা।।২৭।।
তত্রৈব চিন্ময়ী ভূমিঃ সরিতঃ পর্ব্বতাঃ হ্রদাঃ।
ন চ প্রকৃতিজং তত্র সর্ব্ব বস্তেব চিন্ময়ম্।।২৮।।
তদেব সর্ব্বলোকানাং বরং ধাম জগুঃ সুরাঃ।
গোলকং যত্র রেমে সঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়া সহ।।২৯।।
যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সূরয়ঃ সদা।
তস্য প্রিয়তমং ধাম বৃন্দারণ্যং মহৎপদম্।।৩০।।

যেখানে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেব, অথবা বিশ্বপালক বিষ্ণু আমি— আমরা কেহই গমন করিতে সমর্থ নহি; গর্ভোদকপতি বিভূ এবং কারণার্ণবাধিপতি মহাবিষ্ণু পর্য্যন্ত যেখানে গমন করিতে পারেন নাই এবং যেখানে সমস্তলোকবিমোহিনী মায়াও স্থান লাভ করিতে পারে না, উহাই শ্রীরাধিকানাথ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ।।২৪-২৬।।

যেখানে চিন্ময় বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফলাদি, চিন্ময় কোকিলাদি পক্ষিগণ এবং চিন্ময় মৃগাদি পশুসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেখানে ভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী সমস্ত চিন্ময়, প্রাকৃত কোন বস্তুই বর্ত্তমান নাই, উহাই সর্ব্বলোকোত্তম গোলকধাম বলিয়া দেবতাগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেখানেই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া থাকেন।।২৭-২৯।।

ব্রহ্মাদি বুধগণ সর্ব্বদা যাঁহার দর্শন কামনা করেন, এই মহৎ স্থান বৃন্দাবন সেই শ্রীভগবানের প্রিয়তম ধাম বলিয়া পরিচিত।।৩০।।

যস্যৈকদেশাজ্জায়ন্তে স্থানানি নাগসত্তম।
বৈকুণ্ঠাদ্যানি সর্ব্বাণি লোকপ্রিয়করাণি চ।।৩১।।
কথং তস্মিন্ পরে ধাম্নি তব তাত স্পৃহা ভবেৎ।
স্বপ্নেনাপি ন পশ্যন্তি যদ্ধাম মুনয়ঃ পরম্।।৩২।।
যয়োঃ পাদাব্জরজসাং পুরা কামনয়া বিভুঃ।
পদ্মজঃ পুষ্করক্ষেত্রে তপোঽকার্ষীচ্ছতং সমাঃ।।৩৩।।
সারভূতাং মহালীলাং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োস্তয়োঃ।
দ্রষ্টুং ন যোগ্যঃ কস্মাত্ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাল্পধীঃ।।৩৪।।
তথাপি সাধুবর্য্যং ত্বাং মন্যে নাগাধিপ হ্যহম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায়ামীদৃশী তে রুচি ভবেৎ।।৩৫।।
কোটিকল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বৈষ্ণবঃ স্যান্মাহামতে।
ততঃ স্যাৎ রাধিকাকৃষ্ণ লীলাসু রুচিরুত্তমা।।৩৬।।
স্যাদ্ যস্য রাধিকা-কৃষ্ণ-লীলায়ং পরমা মতিঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয় পূজ্যঃ স্যাদ্দেবতৈরপি।।৩৭।।

হে বৎস নাগরাজ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকপ্রীতিজনক স্থানসকল যাঁহার এক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মুনিগণও স্বপ্নে যে দিব্যধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন না, তাদৃশ পরমধাম দর্শনে কিরূপে তোমার ইচ্ছা হইল?৩১-৩২।।

স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজোলাভের আশায় পুরাকালে পুষ্করক্ষেত্রে শত শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি অযোগ্য ও অল্পবুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শন করিতে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ?৩৩-৩৪।।

হে নাগরাজ, তথাপি আমি তোমাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করি; যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে।।৩৫।।

হে মহামতে, কোটিকল্পের সঞ্চিত পুণ্যবলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠবুদ্ধির উদয় হয়।।৩৬।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য যাঁহার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পুজনীয়।।৩৭।।

বিনা শ্রীগোপিকাসঙ্গং কল্পকোটিশতং পরম্।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৩৮।।
গোপীসঙ্গং ন চাপ্নোতি শ্রীগৌরচরণাদৃতে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন শ্রীগৌরং ভজ সর্ব্বদা।।৩৯।।
গৌরঙ্গচরণাম্ভোজ-মকরন্দমধুব্রতাঃ।
সাধনেন বিনা রাধাং কৃষ্ণং প্রাপ্স্যন্তি নিশ্চিতম্।।৪০।।
যাহি তূর্ণং নবদ্বীপং ভজ গৌরং কৃপানিধিম্।
যদি বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
দাসত্বং দুল্লর্ভং লোকে ভক্তিসারং যদিচ্ছসি।।৪১।।
রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে।।৪২।।

অথচ শ্রীগোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শতকোটিকল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাও রাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।।৩৮।।

আবার শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা কর।।৩৯।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম-মধুপানরত ভক্ত-মধুকরগণ অন্যসাধন-ব্যতিরেকেই নিশ্চিতভাবেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্ত হন।।৪০।।

জগতে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ এবং ভক্তির একমাত্র সারলভ্য, তাদৃশ রম্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্ব-লাভ যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর নবদ্বীপে যাইয়া দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা কর।।৪১।।

শ্রীরাধিকার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি ভক্তপ্রীতির জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপ-ধামে বিরাজমান রহিয়াছেন।।৪২।।

গোপীভাব-প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ।।৪৩।।
আজানুলম্বিতভুজশ্চারুদৃক রুচিরাননঃ।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম গায়ন্নুচ্চৈর্নিজস্য চ।।৪৪।।
গোপী গোপীতি গোপীতি জপন্নেব ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সন্ন্যাসকৃদ্দেবো বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম।
জীবানাং জ্ঞানদঃ ক্বাপি মহাভাবান্বিতঃ ক্বচিৎ।।৪৫।।
এবং বিরাজমানন্তং শ্রীগৌরাঙ্গং দয়াচলম্।
প্রাপ্স্যস্যারাধ্য ভক্ত্যা ত্বং রাধাকৃষ্ণৌ মহাবনে।।৪৬।।

শ্রীমহাদেব উবাচ, —

এবমুক্তো ভগবতা নাগরাজো মহামনাঃ।
শ্রীগৌরতত্ত্বং বিজ্ঞায় নবদ্বীপং জগামহ।।৪৭।।
ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্ম -খণ্ডে
দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ নন্দসুত সম্প্রতি গোপীভাব প্রদান করিবার জন্য শান্ত, দ্বিভুজ গৌরবিগ্রহ, আজানুলম্বিত বাহু, সুলোচন, রম্যবদন ভক্তবেশে 'কৃষ্ণ' এই স্বকীয় পুণ্যনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং কদাচিৎ 'গোপী', 'গোপী', 'গোপী' এইরূপ জপ করিতেছেন; কোন সময়ে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীবেশে জীবের জ্ঞান প্রদানের জন্য মহাভাবে আবিষ্ট হইতেছেন।।৪৩-৪৫।।

তুমি পূর্ব্বোক্তভাবে বিরাজমান দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তি সহকারে আরাধনা করিলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিবে।।৪৬।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— মহামতি নাগরাজ ভগবানের পূর্বোক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন।।৪৭।।

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডের দ্বিতীয়াংশে
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীপাৰ্ব্বত্যুবাচ,—

কুত্র বৈ স নবদ্বীপো যত্র গৌর বিরাজতে।
নাগরাজো গতস্তত্র কিঞ্চকার মহামতিঃ।।১।।
তৎ সৰ্ব্বং কথ্যতাং নাথ মহাযোগিন্ কৃপানিধে।
গৌরেতি মঙ্গলং নাম মম চিত্তং হৃতং বলাৎ।।২।।
বৃন্দারণ্যস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বদ দেব দিগম্বর।।৩।।

শ্রীনারদ উবাচ,—

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
দেবীমালিঙ্গ্য তাং দোর্ভ্যামবোচৎ সাদরং বচঃ।।৪।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

শৃণু গৌর প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং সপ্রেম-ভক্তিদং নৃণাম্।।৫।।
যথা বৃন্দাবনং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপানিধেঃ।
নবদ্বীপস্তথা কান্তে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।৬।।

শ্রীপাৰ্ব্বতী কহিলেন,— হে নাথ, যে স্থানে শ্রীগৌরচন্দ্র বৰ্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপ-ধাম কোথায় এবং মহাবুদ্ধিমান্ নাগরাজ সেখানে গিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কৃপাপূৰ্ব্বক বর্ণনা করুন। হে যোগিবর, মঙ্গলময় গৌরনাম আমার চিত্তকে বলপূৰ্ব্বক হরণ করিয়াছে।।১-২।।

হে দেব, আমি বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন।।৩।।

শ্রীনারদ কহিলেন,— পিণাকধারী মহেশ্বর পাৰ্ব্বতীর পূৰ্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত বাহুযুগলদ্বারা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আদরের সহিত বলিয়াছিলেন।।৪।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— হে গৌরি, আমি মানবগণের প্রেমভক্তি প্রদ এবং সৰ্ব্বপাপবিনাশন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিব, তুমি শ্রবণ কর।।৫।।

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেরও মাহাত্ম্য জানিবে; ইহা আমি নিশ্চিত বলিতেছি।।৬।।

যদ্বদ্ বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ।
রেমে ভক্তানন্দকরস্তদ্বৎ দ্বীপে নবে সদা।।৭।।
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রতিঃ।।৮।।
যদি তীর্থসহস্রাণি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ।
নবদ্বীপং বিনা দেবি ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৯।।
দ্বীপস্যাস্যৈকদেশে চ তীর্থানি সকলানি চ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তথা সিদ্ধাশ্রমাণি চ।।১০।।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রাদীনি মহেশ্বরি।
বসন্তি সততং দুর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তুষ্টয়ে।।১১।
অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়াদিকানি চ।
নানাবিধানি কর্ম্মানি কৃত্বা ভক্ত্যা মুহুর্মুহুঃ।।১২।।
যৎ ফলং লফতে মর্ত্ত্যো যোগাভ্যাসেন যৎ ফলম্।
নবদ্বীপস্য স্মরণাৎ তেষাং কোটীগুণং লভেৎ।
কিং পুনঃ দর্শনঞ্চাস্য ফলং বক্ষ্যামি পার্ব্বতি।।১৩।।

ভক্ত-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত রমণীয় বৃন্দাবনধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেও নিরন্তর লীলা প্রকাশ করিতেছেন।।৭।।

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যভাগে পরম-শোভাময় নবদ্বীপধাম বিরাজমান রহিয়াছে। উক্ত ধামের স্মরণমাত্রেই মানবের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া থাকে।।৮।।

মানবগণ যদি পৃথিবীতে সহস্র তীর্থও পর্য্যটন করে, তথাপি নবদ্বীপ দর্শন না করিলে রাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না।।৯।।

অয়ি দুর্গে, এই দ্বীপের একদেশে সমস্ত তীর্থ, ঋষিগণ, মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধাশ্রম, সকল বেদ সমস্ত শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বাস করিতেছেন।।১০-১১।।

মানবগণ নিরন্তর ভক্তি-সহকারে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ, নানাবিধ কর্ম্ম এবং যোগাভ্যাসদ্বারা যে ফল লাভ করেন, নবদ্বীপ-ধামের স্মরণ দ্বারা তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে; হে পার্ব্বতি, ইহার দর্শনে যে ফল উহার কথা আর কি বলিব?১২-১৩।।

সকৃৎ যদি নবদ্বীপং সংস্মরেয়ুর্নরাধমাঃ।
সাধবস্তে তদৈব স্যুঃ সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি।।১৪।।
তেষাং দিনে দিনে ভক্তির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ।
তেষাং পাদরজঃ পূতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।।১৫।।
যে বসন্তি নবদ্বীপে মানবাঃ গৌরদেবতাঃ।
ন চ তে মানবাঃ জ্ঞেয়াঃ শ্রীগৌরস্য চ পার্ষদাঃ।।১৬।।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ।
সত্যং শুদ্ধন্তি বৈ দূর্গে কিং পুনর্দর্শনাদিভিঃ।।১৭।।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং পঞ্চভির্বদনৈরহম্।
কিং বর্ণয়ামি নানন্তঃ সহস্রৈর্বদনৈরলম্।।১৮।।
ধামসারস্য কৃষ্ণস্য বৃন্দারণ্যস্য শৈলজে!
আরোহণস্য সোপানং নবদ্বীপং বিধুর্বুধাঃ।।১৯।।
তত্র গত্বা নবদ্বীপে নাগরাজো ধৃতব্রতঃ।
পূজয়ামাস গৌরাঙ্গমপি বর্ষাযুতং প্রিয়ে।।২০।।

হে পার্ব্বতী, নিতান্ত পাষণ্ড জনও যদি একবারমাত্র শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মরণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাধুত্ব লাভ করে; ইহা অতিশয় সত্য বলিয়া জানিবে।।১৪।।

দিন দিন তাহাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের পদরজে সপ্তদ্বীপ-যুক্তা পৃথিবী পবিত্র হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।১৫।।

শ্রীগৌরাঙ্গকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া যাঁহারা নবদ্বীপধামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে— তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গেরই পার্ষদ।।১৬।।

হে দুর্গে, তাঁহাদের স্মরণমাত্রেই মহাপাতকিগণও শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, দর্শনাদির কথা আর কি বলিব? ১৭।।

অনন্তদেব সহস্রমুখেও যে নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, আমি পঞ্চমুখে তাঁহার মহিমা কিরূপে বর্ণন করিব?১৮।।

অয়ি পার্ব্বতি, পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপ-ধামকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠধাম শ্রীবৃন্দাবনে আরোহণের একমাত্র সোপান বলিয়া জানেন।।১৯।।

অয়ি প্রিয়ে, নাগরাজ উক্ত নবদ্বীপধামে গমনপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বী হইয়া অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।।২০।।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীগৌরো জগদীশ্বরঃ।
দর্শয়ামাস স্বং রূপমনন্তায় মহাত্মনে।।২১।।
নাগরাজঃ সমালোক্য তং দেবং পরমেশ্বরম্।
ননাম দণ্ডবদ্ভুমাবুত্থায় বিহিতাঞ্জলিঃ।।২২।।
তপ্ত-জাম্বুনদপ্রখ্যং চারুপদ্ম-পদদ্বয়ম্।
কোটিন্দু-পাদনখরং কোট্যাদিত্য-সমুজ্জ্বলম্।।২৩।।
বনমালা-ভূষিতাঙ্গং শ্রীবৎসোজ্জ্বলবক্ষসম্।
ক্ষৌমবস্ত্রধরং দেবং কোটীকন্দর্পমোহনম্।।২৪।।
অংসে ন্যস্তোপবীতঞ্চ চন্দনাঙ্গদভূষণম্।
আজানুলম্বিতভুজং তুলসীমাল্যধারিণম্।।২৫।।
কম্বুগ্রীবং চারুনেত্রং সস্মেরবদনাম্বুজম্।
মণিমকরসংযুক্ত-শ্রবণং চারুকুণ্ডলং।।২৬।।
সুভ্রুবং সুনসং শান্তং ভক্তার্চ্চিত-পদাম্বুজম্।
তাপত্রয়বিদগ্ধানাং জীবানাং ত্রাণকারকম্।।২৭।।
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বকারণকারণম্।
বাচা গদ্গদয়ানন্তং তুষ্টাব ধরণীধরঃ।।২৮।।

অনন্তর জগৎপতি ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া মহামতি অনন্তকে স্বীকয় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।।২১।।

নাগরাজও পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।।২২।।

অতঃপর উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-সহকারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চারুপাদপদ্মশালী, কোটিচন্দ্র-সম্মুজ্জ্বল, পদ-নখ-সুশোভিত, কোটিসূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল, বনমালা-বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভাবিশিষ্ট, ক্ষৌমবস্ত্রধারী, কোটিকন্দর্পমোহন, স্কন্ধসংলগ্নোপবীত, চন্দননির্ম্মিত, বলয়ভূষিত, আজানুলম্বিতবাহু, তুলসীমালাধারী, কম্বুকণ্ঠ, সুলোচন, ইষদ্হাস্যযুত-বদন, কর্ণে মণিময় মকরশালী-চারুকুণ্ডলধারী, সুন্দর ভ্রু এবং নাসিকাবিশিষ্ট, শান্তমূর্ত্তি, ভক্ত কর্ত্তৃক অর্চ্চিতপাদপদ্ম, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগতের কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নাগরাজ গদ্গদ্ স্বরে স্তব করিয়াছিলেন।।২৩-২৮।।

শ্রীঅনন্ত উবাচ—
ত্বমাদিদেবো জগদেককারণং, স্বরাট্ দয়ালুঃ পুরুষঃ সনাতন।
অগ্নের্স্ফুলিঙ্গ ইব তে মহাত্মনো, ভবন্তি জীবাঃ সুর-মানবাদয়ঃ।।২৯।।
অনন্তমন্তং প্রকৃতিঃ সনাতনী, সূতে ন সর্ব্বজ্ঞ যদীক্ষণং বিনা।
তস্মাদ্ভবন্তং ভবদুঃখনাশনং, ব্রজামি সত্যং শরণং সনাতনম্।।৩০।।
ত্যক্ত্বা পরাত্মন্ ভবতঃ পদাম্বুজ-সেবাং মহানন্দকরীং শুভপ্রদাম্।
জ্ঞানায় যে বৈ সততং পরিশ্রমং, কুর্ব্বন্তি তেষাং শ্রম এব কেবলম্।।৩১।।
বিহায় দাস্যং শতপত্রলোচন, ত্বয্যৈক্যমিচ্ছন্তি যমাদিসাধনৈঃ।
ন তে পৃথিব্যাং পরিপক্কবুদ্ধয়ো, যস্মাদ্ভবদ্দাস্য-সুখেন বঞ্চিতাঃ।।৩২।।
বিধেহি দাস্যং ময়ি দীনবন্ধো, ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ভবৎপদাম্বুজাৎ।
ত্বৎপাদপদ্মাসব-তৃপ্তমানসৈর্ন কিং সুলভ্যং ক্ষিতিপাবন ক্ষিতৌ।।৩৩।।

শ্রীঅনন্ত বলিয়াছিলেন,— হে দেব, তুমিই সকলের আদি, জগতের একমাত্র কারণ, স্বরাট্ দয়াময় সনাতন পুরুষ; অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গসকলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মহাত্মা তোমা হইতে দেব-মানবাদি জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে।।২৯।।

হে সর্ব্বজ্ঞ, সনাতনী প্রকৃতি যেহেতু তোমার ইচ্ছা ভিন্ন শেষ-সংজ্ঞক অনন্তকে (অর্থাৎ আমাকে) প্রসব করিতে পারে না, সেইহেতু ভবদুঃখবিনাশন সত্যসনাতন-স্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।।৩০।।

হে পরমাত্মন্, যাঁহারা অতিশয় আনন্দ ও মঙ্গলজনক আপনার পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পরিশ্রমই-সার হয় অর্থাৎ তাঁহাদের কোন শ্রেয়োলাভ হয় না।।৩১।।

হে পদ্মপলাশনয়ন, যাহারা আপনার দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যমাদি সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা আপনার সহিত একত্ব লাভের কামনা করে, বস্তুতঃ তাহারা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ কর্ম্মদ্বারা উহারা আপনার দাসত্ব-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।।৩২।।

অতএব হে দীনবন্ধো, আপনি আমাকে দাসত্বই প্রদান করুন— আপনার পাদপদ্মে অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কারণ, যাহাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মসেবায় পরিতৃপ্ত হয়, হে ক্ষিতিপাবন, তাহাদের এ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ কিছুই নাই।।৩৩।।

বয়ং ধন্যতমা লোকে জ্ঞানিভ্যোঽপি সুরোত্তম।
যস্মাত্তু ঈদৃশং রূপং পশ্যামঃ প্রকৃতেঃ পরম্।।৩৪।।
নমস্তুভ্যং ভগবতে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
ভক্তলভ্যপদাব্জায় তপ্তজাম্বুনদত্বিষে।।৩৫।।
পুণস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ানিধে।
যেন রূপেণ দেবেশ বৃন্দারণ্যে বিরাজতে।।৩৬।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

তুষ্টোঽহং সেবয়ানন্ত ত্বং মে ভক্তোত্তমোত্তমঃ।
যতোঽস্মিন্ মহতি দ্বীপে প্রভবস্যাদিসেবকঃ।।৩৭।।
অয়মেব নবদ্বীপো বৃন্দাবনসমোঽনঘ।
অনুগ্রহায় জীবানাং রাধয়া নির্ম্মিতঃ পুরা।।৩৮।।
যথা মম প্রিয়া রাধা তথা বৃন্দাবনং মহৎ।
তদ্বদয়ং নবদ্বীপ ইতি সত্যং বদাম্যহম্।।৩৯।।

হে সুরশ্রেষ্ঠ, অদ্য আমি জ্ঞানিগণ হইতেও ধন্যতম, যেহেতু প্রকৃতির অতীত আপনার ঈদৃশ রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি।।৩৪।।

হে ভগবন্, আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আপনার কান্তি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় রম্য ও উজ্জ্বল, আপনার পাদপদ্ম একমাত্র ভক্তগণেরই লভ্য, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।।৩৫।।

দে দয়াময় গৌরাঙ্গ, যে রূপে আপনি বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আপনার সেই রূপ আমি পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।।৩৬।।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,— হে অনন্ত, আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার উত্তম ভক্তগণের মধ্যেও উত্তম, যেহেতু এই সুমহৎ নবদ্বীপে আমার প্রকট হইলে তুমিই প্রথম সেবকরূপে উপস্থিত হইয়াছে।।৩৭।।

হে পুণ্যাত্মন্, এই নবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য, পুরাকালে জীবগণের প্রতি আনুগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।।৩৮।।

শ্রীরাধিকা যেরূপ আমার প্রিয়া, শ্রীবৃন্দাবন এবং এই নবদ্বীপধামও আমার তাদৃশ প্রিয়, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি।।৩৯।।

বৃন্দাবনে যথানন্ত বসামি রাধয়া সহ।
রাধয়া মিলিতাঙ্গোঽহং তথৈবাস্মিন্ সদা বসে।।৪০।।
যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি ন চ কুত্রচিৎ।
তথা দেব নবদ্বীপং ন ত্যজামি কদাচন।।৪১।।
অহং বৃন্দাবনে সাধো কল্পে কল্পে সতাং মুদে।
আবির্ভূয় করিষ্যামি যাং লীলাং লোকপাবনীম্।
নবদ্বীপে চ নাগেন্দ্র তাঃ সর্ব্বাঃ পরিবর্ণয়।।৪২।।
যদা প্রাদুর্ভবিষ্যামি স্বয়ং লোক-হিতায় বৈ।
তদৈব ত্বং মহাভাগ নিত্যং প্রাদুর্ভবিষ্যসি।।৪৩।।
ত্বাং সংত্যজ্য ক্ষণমপি ন চ তিষ্ঠামি মানদ।
কল্পান্তরে করিষ্যামি জ্যেষ্ঠং বৃন্দাবনে হ্যহম্।।৪৪।।
অস্মিন্ দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
অবতীর্য্য দ্বিজবাসে হনিষ্যে কলিজং ভয়ম্।।৪৫।।

হে অনন্ত, আমি যেরূপ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করি, সেইরূপ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিততনু অবস্থায় সর্ব্বদা এই নবদ্বীপে বাস করিতেছি।।৪০।।

আমি যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করি না, সেইরূপ এই নবদ্বীপকেও কখনও পরিত্যাগ করি না।।৪১।।

হে সাধো, আমি সজ্জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিকল্পে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া লোকপবিত্রকর যে-সমস্ত লীলাচরণ করিয়া থাকি, নবদ্বীপেও আমার সেই সমস্ত লীলার বর্ণনা কর।।৪২।।

হে মহাভাগ, আমি লোকহিতের জন্য যে-সময়ই প্রাদুর্ভূত হইব, তুমিও প্রতিবারেই সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইবে।।৪৩।।

হে মানদ, আমি তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকালও থাকিব না এবং অন্যকল্পে বৃন্দাবনে তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গণ্য করিব।।৪৪।।

আমি যে-সময়ে দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই দ্বীপে মহাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কলিভয় বিনাশ করিব তৎকালে তুমি বিশালকায় নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার কীর্ত্তনে রত থাকিয়া ভক্তি-রহিত বিমূঢ় লোকসকলকে আমার ভক্তরূপে পরিণত করিবে।।৪৫-৪৬।।

নিত্যানন্দো মহাকায়ো ভূত্বা মৎকীর্ত্তনে রতঃ।
বিমূঢ়ান ভক্তিরহিতান্ মম ভক্তান্ করিষ্যসি।।৪৬।।
মমৈব নিত্যং লীলানং সারমুদ্ধৃত্য সম্মতে।
কৃত্বা সুসংহিতাং জীবান্ সর্ব্বান্ ভক্তোত্তমান্ কুরু।।৪৭।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

ইত্যুপামন্ত্রিতোঽনন্তঃ প্রণম্য জগদীশ্বরম্।
অকার্ষীৎ সংহিতাং দেবি মহতীং প্রেমভক্তিদাম্।।৪৮।।
তামেব সংহিতাং সাধ্বি জগন্নাথ-পদাম্বুজে।
নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা কৃতার্থোঽভূন্মহামতিঃ।।৪৯।।
অনন্তবদনোত্থত্বাৎ স্বলীলায়া হ্যনন্ততঃ।
অনন্তসংহিতাং নাম চক্রেঽস্যাঃ পরমেশ্বরঃ।।৫০।।
তামেব সংহিতাংকান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ।
তামেব সংহিতাং কান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোক-হিতার্থায় প্রদদৌ ব্রহ্মণে পুরা।।৫১।।
কৃপয়া তাং মহেশানি দদৌ চ সংহিতাং পরাম্।
বিষপানাদ্বিষণ্ণায় মহ্যং কল্পান্তরে সতি।।৫২।।

সর্ব্বদা আমারই লীলার সারসংগ্রহপূর্ব্বক সজ্জনগণের মতানুসারে সুরম্য সংহিতা রচনাদ্বারা সমস্ত জীবগণকে শ্রেষ্ঠভক্তরূপে পরিণত করিবে।।৪৭।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,-- হে দেবি, অনন্তদেব ভগবান্-- কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া জগদীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক প্রেমভক্তিদায়িনী মহতী সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।।৪৮।।

মহামতি অনন্ত সেই সংহিতাকে পরমভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন।।৪৯।।

পরমেশ্বরও এই গ্রন্থ নিজের অনন্তলীলায় পরিপূর্ণ এবং অনন্তের মুখনিসৃত বলিয়া অনন্তসংহিতা-নামে অভিহিত করিলেন।।৫০।।

হে প্রিয়ে, ভগবান্ সমস্ত লোকের হিতের জন্য এককালে বৈকুণ্ঠে এই সংহিতাই শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রদান করিয়াছিলেন।।৫১।।

অনন্তর অন্যকল্পে আমি বিষপানে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলে কৃপা করত আমাকে এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন।।৫২।।

বিষেণ দহ্যমানেন মুখেনোর্দ্ধেন সুন্দরি।
দধার সংহিতামেতাং সুধাসার-প্রবর্ষিণীম্।।৫৩।।
ধারয়াম্যূর্দ্ধবদনে দেবেশি সংহিতামিমাম্।
মন্ত্রঞ্চ গৌরচন্দ্রস্য নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্।।৫৪।।
স্নিগ্ধং পবিত্রং সংভূতমহং ভাগবতোত্তমঃ।
মোহনায় চ জীবানাং মুখেনানেন সুন্দরি।।৫৫।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং যৎ কৃতং কৃষ্ণনিন্দনম্।
তৎপাপেভ্যো বিমুক্তোঽহং কৃতার্থোঽহং বরাননে।।৫৬।।
তুভ্যং মদনুরক্তায়ৈ প্রাক্‌কল্পে প্রদদাবিমাম্।
স্ত্রীত্বাৎ জ্ঞানময়ী বাপি ন সমর্থা মহেশ্বরি।।৫৭।।
অস্যাঞ্চ বর্ণয়ামাস কৃষ্ণলীলাং মনোরমাম্।
শ্রীমদগৌরাঙ্গচরিতং রাধাকৃষ্ণান্তিকপ্রদম্।।৫৮।।

আমিও বিষে দহ্যমান উর্দ্ধমুখদ্বারা সুধাসারবর্ষিণী এই সংহিতাকে ধারণ করিয়াছিলাম।।৫৩।।

হে দেবেশি, আমি তদবধি নিরন্তর উক্ত সংহিতা এবং শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের মঙ্গলময় এই নামমন্ত্র উর্দ্ধমুখে ধারণ করিতেছি।।৫৪।।

ইহা হইতে আমার মুখ স্নিগ্ধ এবং পবিত্র হইয়াছে, আমি উত্তমভাগবত বলিয়া গণ্য হইয়াছি। পরন্তু দুষ্টজীবের মোহনের জন্য কৃষ্ণনিন্দা জনক অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ প্রণয়নের দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।।৫৫-৫৬।।

হে মহেশ্বরি, তুমি আমার একান্ত অনুরক্তা বলিয়া পূর্ব্বকল্পে এই সংহিতা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক অথবা জ্ঞানময়ী বলিয়া উহার স্মরণ হইতেছে না।।৫৭।।

এই গ্রন্থে মনোরম কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বর্ণিত হইয়াছে।।৫৮।।

যস্য শ্রবণমাত্রেণ পঠনাৎ পাঠনাৎ শিবে।
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং ভক্তানুগ্রহকারকম্।।৫৯।।
সমালোক্য নবদ্বীপে বহুকল্পাদিকং প্রিয়ে।
উষিত্বা তৎপ্রসাদেন গোপী ভূত্বা মহেশ্বরি।।৬০।।
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
সখীভাবেন নিবসেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।।৬১।।
গৌরমূর্ত্তের্ভগবতঃ পাদসেবাং বিনা সতি।
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৬২।।
তস্মাদগৌরাঙ্গচরিতং শৃণু কান্তে দিবানিশম্।
কুরুষ্ব মহতীং সেবাং তস্য দেবস্য পার্ব্বতি।।৬৩।।
শ্রীনারদ উবাচ,—
মহাদেব্যা পুনস্পৃষ্টো মহাদেবো দয়াচলঃ।
জগাদ গৌরচরিতমূর্দ্ধবক্তেণ গৌতম।।৬৪।।

ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্ম-খণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গলীলায়া
নিত্যত্ব-কথনে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অয়ি পার্ব্বতি, এই গ্রন্থের শ্রবণমাত্রে এবং পঠনপাঠন-দ্বারা ভক্তজনানুগ্রহকারক সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ ও বহুকল্প নবদ্বীপে বাস হইলে তাঁহার প্রসাদে গোপীদেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট বসতি লাভ করা যায়, ইহা অতীব নিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।।৫৯-৬১।।

অয়ি সতি, ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদসেবা ভিন্ন বহুজন্মসঞ্চিত পূণ্যবলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।।৬২।।

অতএব হে পার্ব্বতি, তুমি দিবারাত্রি নিরন্তর গৌরাঙ্গ-চরিত শ্রবণ কর এবং উক্ত ভগবানের মহতী সেবায় রত হও।।৬৩।।

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,— হে গৌতম, দয়াময় মহাদেব মহাদেবী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া উর্দ্ধমুখে গৌরচরিত বর্ণন করিয়াছিলেন।।৬৪।।

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গ-লীলার
নিত্যতা-কথনে পার্ব্বতী-মহাদেব-সংবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং দ্বিতীয়াংশে
চতুর্থোঽধ্যায়

শ্রীগৌতম উবাচ,—

পুনশ্চ পার্ব্বতীদেবী যদপৃচ্ছন্মহেশ্বরং।
তন্মে বদ মুনিশ্রেষ্ঠ যদি মে স্যাদনুগ্রহঃ।।১।।

শ্রীনারদ উবাচ,—

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা দেবী সনাতনী।
উৎপত্তেঃ কারণঃ জ্ঞাতুং তস্যোবাচ মহেশ্বরম্।।২।।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ,—

কদা বায়ং নবদ্বীপো নির্ম্মিতো রাধয়া মহান্।
কিমর্থং বা মহেশান তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

নিশাময় মহাভাগে দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্।

শ্রীগৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পুনরায় পার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে উহা বলুন।১।।

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,— সনাতনী পার্ব্বতী দেবী নবদ্বীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উহার উৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।।২।।

শ্রীপার্ব্বতী বলিয়াছিলেন,— হে মহেশ্বর, কোন্ সময়ে কি জন্য শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক নবদ্বীপ-নামক এই মহৎ ধাম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আপনি যথার্থভাবে বর্ণন করুন।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন, অয়ি মহাভাগে, অনন্ত-সংহিতায় যেরূপ লিখিত আছে এবং আমি শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে এই দ্বীপের উৎপত্তির কারণ যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।৪।।

অনন্তসংহিতায়াঞ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্।।৪।।
যদা বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ।
রেমে বিরজয়া সার্দ্ধং পদ্মিন্যা ষট্পদো যথা।।৫।।
তথা চন্দ্রমুখী দেবী রাধিকা মৃগলোচনা।
শ্রুত্বা সখীমুখাৎ সর্ব্বং যত্র কৃষ্ণো দ্রুতং যযৌ।।৬।।
আয়াতং রাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণশ্চারুলোচনঃ।
তত্রৈবার্ন্তর্দধে সদ্যো বিরজা চাভবন্নদী।।৭।।
পুনঃ কৃষ্ণেন বিরজাং রম্যমাণাং নিশম্য সা।
ন তত্র গত্বা দদৃশে কৃষ্ণং বিরজয়া সহ।।৮।।
চিন্তয়িত্বা মহাদেবী মনসা কৃষ্ণদেবতা।
গঙ্গাবিরজয়োর্মধ্যে সখীভিঃ সমমাযযৌ।।৯।।
তত্র গত্বা মহৎ স্থানং চকার কৃষ্ণসুন্দরী।
লতাভিঃ পাদপৈঃ কীর্ণং সস্ত্রীক-ভ্রমরৈর্বৃতম্।।১০।।

যে-সময়ে রম্য বৃন্দাবন-ধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃঙ্গ যেমন কমলিনীর সঙ্গে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ বিরজা দেবীর (কৃষ্ণের সখী-বিশেষ) সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন, তৎকালে চন্দ্রমুখী মৃগনয়না রাধিকা দেবী সখীমুখে উক্ত বৃত্তান্তসকল অবকত হইয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।।৫-৬।।

সুলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দেবীকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন এবং বিরজা দেবীও নদীরূপে পরিণত হইলেন।।৭।।

পুনরায় শ্রীরাধিকা দেবী বিরজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।।৮।।

কৃষ্ণপরায়ণা দেবী তখন মনে মনে এ বিষয়ে চিন্তা করত সখীগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মদ্যভাগে সমাগত হইলেন।।৯।।

মৃগী-মৃগগণৈর্যুক্তং মিথুনানন্দদং পরম্।
মল্লিকা মালতী-জাতি প্রভৃতি-পুষ্পরাজিতম্।।১১।।
তুলসীকাননৈর্যুক্তমানন্দসদনং বরম্।
চিদানন্দময়ৈঃ কুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ পরিশোভিতম্।।১২।।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পরিখেব নিরন্তরম্।
ভাতি তদাজ্ঞয়া যত্র সুস্নিগ্ধজলসৈকতম্।।১৩।।
নিত্যং বিরাজতে যত্র বসন্তো মকরধ্বজঃ।
সদা পক্ষিগণা যত্র কৃষ্ণেতি মঙ্গলং জগুঃ।।১৪।।
তত্র শ্রীরাধিকাদেবী বিচিত্রাম্বরভূষণা।
গোবিন্দচিত্তহরণং বেণুনা মধুরং জগৌ।।১৫।।
তদগীতমোহিতমতিঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ।
আবির্ব্বভূব দেবেশি স্থানে তত্র মনোরমে।।১৬।।
দৃষ্টা তং রাধিকাকান্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণমোহিনী।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং মহানন্দং জগাম হ।।১৭।।

সেখানে শ্রীমতী রাধিকাদেবী এক মহৎ স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে-স্থান লতা ও বৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমর-ভ্রমরীগণে পরিপূর্ণ, মৃগ ও মৃগীগণ সেখানে পরমবিহার-সুখ অনুভব করিতেছে, মল্লিকা-মালতী-জাতি প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমে সে-স্থান সুশোভিত, সেই পরমানন্দধাম তুলসী-কাননে নিরন্তর যুক্ত এবং চিদানন্দময় বিবিধ কুঞ্জে পরিশোভিত রহিয়াছে। দেবীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা সেই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন। তাহাদের সলিল ও তটদেশ সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধ-ভাবযুক্ত রহিয়াছে। স্বয়ং কন্দর্প এবং বসন্তকাল সেখানে নিত্য বিরাজমান, পক্ষীগণ তথায় নিরন্তর সুমঙ্গল কৃষ্ণনাম করিতেছে।।১০-১৪।।

শ্রীরাধিকা দেবী সেই স্থানে বিচিত্র বসনে বিভূষিতা হইয়া বেণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণের জন্য সুমধুর গান করিয়াছিলেন।।১৫।।

দেবেশি, রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে মোহিত হইয়া উক্ত মনোহর স্থানে আবির্ভূত হইলেন।।১৬।।

কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকা দেবী তৎকালে রাধাকান্তকে উপস্থিত দেখিয়া নিজ হস্তে তাঁহার হস্তগ্রহণপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।।১৭।।

ভাবং বিলোক্য রাধায়াঃ শ্রীরাধাপ্রাণবল্লভঃ।
উবাচ তাং মহাদেবীং প্রেমগদগদয়া গিরা।।১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ,—

ত্বত্তুল্যা নাস্তি মে কান্তে প্রিয়া কুত্র বরাননে।
ন ত্যজামি ক্ষণমপি ত্বাং প্রাণসদৃশীং মম।।১৯।।
এতদেব পরং স্থানং মদর্থং যৎ কৃতং ত্বয়া।
সখীভির্নবভির্যুক্তং নবকুঞ্জসমন্বিতম্।।২০।।
নবরূপং করিষ্যামি ত্বয়া সাদ্ধং বরাননে।
নববৃন্দাবনং তস্মাৎ মদ্ভক্তৈর্গীয়তে সদা।। ২১।।
এতস্য দ্বীপতুল্যত্বাৎ নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ।
অত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নিবসন্তু মদাজ্ঞয়া।।২২।।
মৎপ্রীত্যর্থং যতঃ কান্তে নির্ম্মিতং স্থানমুত্তমম্।
নিবসামি ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যমত্র বরাননে।।২৩।।
অস্মিন্নাগত্য যে মর্ত্ত্যাস্ত্বয়া মাং পর্য্যুপাসতে।
সখিত্বমাবয়োর্নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্।।২৪।।

শ্রীরাধার প্রাণকান্ত তৎকালে শ্রীমতীর ভাব অবলোকন করিয়া প্রেমগদ্‌গদ্‌স্বরে বলিয়াছিলেন।।১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—অয়ি সুমুখি, তুমি আমার প্রাণতুল্য, তোমার ন্যায় আমার প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব আমি তোমাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিব না।।১৯।।

তুমি আমার জন্য এই যে পরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া এই স্থানকে নবসখী এবং নবকুঞ্জ যুক্ত নবরূপে পরিণত করিব এবং সেইজন্য আমার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ইহা নববৃন্দাবন-নামে কীর্ত্তিত হইবে।।২০-২১।।

এই স্থান দ্বীপতুল্য বলিয়া পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ বলিয়া জানিবেন এবং আমার আজ্ঞায় এখানে সমস্ত তীর্থসকল বাস করিবেন।।২২।।

অয়ি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এ স্থানে নিত্য বাস করিব।।২৩।।

এখানে আসিয়া যে-সকল ব্যক্তি তোমার সহিত আমার উপাসনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিত্যসখীভাব প্রাপ্ত হইবে।।২৪।।

সকৃৎ গমনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।।
আবয়োঃ প্রীতিজননীং ভক্তিঞ্চ প্রলভেৎ দ্রুতম্।।২৫।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাকান্তো রাধয়া প্রিয়য়া সহ।
একীভূয় মহাভাগে তত্রাসীৎ সততং প্রিয়ে।।২৬।।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
একমদ্বয়মালোক্য তত্রৈব ললিতা সখী।।২৭।।
বিহায় রমণীরূপং শ্রীগৌরপ্রীতিভাজনম্।
জগ্রাহ পৌরুষং রূপং তৎসেবার্থং মহেশ্বরি।।২৮।।
ললিতাঞ্চ তথাভূতাং বিশাখাদ্যা বিলোক্য তাঃ।
বভূবুঃ সহসা দেবী পুরুষাকৃতয়স্তদা।।২৯।।
জয় গৌরহরে দেব ধ্বনিরাসীন্মহান্ তদা।
তং রাধারমণং তস্মাদ্ ভক্তাঃ গৌরহরিং জগু।।৩০।।

অয়ি প্রিয়ে, এই স্থান বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় অতীব পবিত্র, এখানে একবার মাত্র আগমন করিলেই সমস্ত তীর্থ-গমনের ফল লাভ হয় এবং সত্বর আমাদের সন্তোষদায়িনী ভক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।।২৫।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,— অয়ি প্রিয়ে মহাভাগে, রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।।২৬।।

হে মহেশ্বরি, শ্রীমতী ললিতা সখীও অন্তরে কৃষ্ণরূপ ও বাহ্যদেশে গৌররূপযুক্ত সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া স্বকীয় রমণীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য তাঁহার প্রীতিভাজন পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।।২৭-২৮।।

অনন্তর বিশাখা প্রভৃতি অন্যান্য সখীগণ্য ললিতাকে তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা সকলে পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন।।২৯।।

তৎকালে চতুর্দ্দিকে 'জয় গৌরহরি' এই ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীরাধারমণকে 'গৌরহরি' নামে অভিহিত করিলেন।।৩০।।

গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ।।৩১।।
তৎকালমারভ্য সুপদ্মলোচনঃ, কৃষ্ণস্ত্রিভঙ্গো মুরলীধরোঽব্যয়ঃ।
চকার যুগ্মং নিজবিগ্রহং পরং,রাধা চ দেবী নবপদ্মলোচনা।।৩২।।
বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা।
তদ্ধামে রাধিকাদেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে।।৩৩।।
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ম্।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা।।৩৪।।
ললিতাদ্যাশ্চ যা সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা।।৩৫।।
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যে ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা।।৩৬।।
য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবী নববৃন্দাবনঞ্চ তৎ।।৩৭।।

যেহেতু শ্রীরাধিকা দেবী গৌরবর্ণা এবং হরি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহাদের একতা-প্রাপ্ত সাক্ষাৎ-বিগ্রহ গৌরহরি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।।৩১।।

তৎকালাবধি কমলনয়ন, ত্রিভঙ্গ, মুরলীধর, সনাতন শ্রীকৃষ্ণ এবং নব-কমলনয়না শ্রীরাধিকা দেবী নিজ নিজ বিগ্রহকে যুগলরূপে পরিণত করিলেন।।৩২।।

হে প্রিয়ে, আনন্দধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের বামদেশে সতত অবস্থান করত তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন।।৩৩।।

নবদ্বীপেও সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গজেন্দ্রগামিনী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন।।৩৪।।

অয়ি শিবে, ললিতাদি যে-সকল সখী বৃন্দাবনে নিজরূপ ধারণ করত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করেন, নবদ্বীপে তাঁহারা ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিতেছেন।।৩৫-৩৬।।

হে দেবী, রাধা-যুগলই গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাহা বৃন্দাবন নামে খ্যাত, উহাই নববৃন্দাবন (নবদ্বীপ) বলিয়া জানিবে।।৩৭।।

বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি।।৩৮।।
মচ্ছুলপাত-নির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংপ্লবম্।।৩৯।।
এতত্তে কথিতং দেবি দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভক্তিদং সততং নৃণাম্।।৪০।।
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ শ্রীগৌরগতমানসঃ।
প্রপঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স গৌরাঙ্গমবাপ্নুয়াৎ।।৪১।।
অদ্যাপি সচ্চিদানন্দং শ্রীগৌরাঙ্গং মহাপ্রভুম্।
নবদ্বীপে প্রপশ্যন্তি তদ্ভক্তা ন চ নাস্তিকাঃ।।৪২।।
অহং বৃন্দবনে রম্যে গৌরাঙ্গং দৃষ্টবান্ পুরা।
রাসে রাসেশ্বরং দেবং সাক্ষাৎ মন্মথমোহনম্।।৪৩।।

যেব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে এবং রাধাকৃষ্ণ ও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি ধারণ করে, আমার শূলদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া সেই নরাধম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।।৩৮-৩৯।।

হে দেবি, আমি তোমার নিকট দ্বীপের উৎপত্তি-কারণ সমস্তই বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া পুণ্যা ভক্তির উদয় হয়।।৪০।।

যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগতচিত্তে এই নবদ্বীপের উৎপত্তি প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি গৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিয়া থাকেন।।৪১।।

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাস্তিকগণের ভাগ্যে উহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না।।৪২।।

আমি পূর্ব্বকালে রম্যবৃন্দাবন-ধামে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম।।৪৩।।

স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ কল্পে কল্পে বরাননে।
আবির্ভূয় নবদ্বীপে প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ।।৪৪।।
এতদ্রহস্যং কথিতং তব প্রিয়ে, মূঢ়ানভক্তান্ ন চ জাতু বর্ণয়।
ভক্তায় দেয়ং পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ে, শ্রোতুং কিমন্যন্মম সংপ্রতীচ্ছসি।।৪৫।।
ইতি শ্রীঅনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে নবদ্বীপোৎপত্তিকারণ–
কথনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।।এঃ।।—
বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে।
হরিনাম তদা দত্ত্বা চণ্ডালান্ হড্ডিকাংস্তথা।।

সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবই প্রতিকল্পে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।।৪৪।।

হে প্রিয়ে, আমি তোমার নিকট এই গোপনীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; ইহা অভক্ত-মূঢ়গণের নিকট কখনও প্রকাশ করিও না, কিন্তু শুদ্ধমতি ভক্তগণকে ইহা প্রদান করিও। তুমি সম্প্রতি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল।।৪৫।।

ইতি শ্রীঅনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যদবের জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
পার্ব্বতী-মহেশ্বরের কথোপকথনে শ্রীনবদ্বীপধামের
উৎপত্তিকারণ-বর্ণনে চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্ত স্বর্ণকলেবরঃ।
সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ।।
ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উর্দ্ধাম্নায়-সংহিতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ।।ঞ।।

হে ব্রহ্মন্, বৈবস্বত-মন্বন্তরে আমি সুপবিত্র গঙ্গাতীরে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া হরিনাম প্রদানপূর্ব্বক শত সহস্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-চণ্ডাল ও হাড়ি প্রভৃতিকে উদ্ধার করিব এবং কাঞ্চনগ্রামে গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে দ্বিতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পুরাণে বর্ণিতং যদ্‌যন্নবদ্বীপ-প্রমাণকম্।
অধ্যায়েঽস্মিন্ সমাসেন সংগ্রহীষ্যামি সাম্প্রতম্।।ট।।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদৌ প্রমাণং সংগ্রহীষ্যতে।। ঠ ।।

শ্রীপৃথুচরিতে,—

গঙ্গা-যমুনয়োর্নদ্যোরন্তরা ক্ষেত্রমাবসন্।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া।।১।।
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রয়ঃ।।২।।

ভূগোল-বর্ণনে,—

তথৈবালকনন্দয়া দক্ষিণে ব্রহ্মসদনাৎ। বহুনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটান্যতিরভসতররহংসা লুঠন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভিপ্রবিশতি।।৩।।

পুরাণসকলে নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত আছে,সম্প্রতি আমি তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিব।। ট ।।

প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে।। ঠ ।।

শ্রীপৃথুচরিতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

তিনি (মহারাজ পৃথুঃ) গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগে অবস্থিত থাকিয়া বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনাসক্ত অবস্থায় কেবল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র ভোগ করিতেছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরার একমাত্র দণ্ডধারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ভাগবতগণ ব্যতীত অন্য সমস্তের সম্বন্ধেই তাঁহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল।।১-২।।

ভূগোল-বর্ণনে উক্ত হইয়াছে,—

সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অলকানন্দা (সুরনদী) দক্ষিণদিকে বহু পর্বতসমূহ অতিক্রম করত অতিশয় প্রচণ্ডবেগে হেমকুট-পর্ব্বতগাত্র অবলুণ্ঠনপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে দক্ষিণদিকে প্লাবিত করিয়া লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।।৩।।

শ্রীবিদুরতীর্থযাত্রায়াম্—

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-,র্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্ধারি নিধায় মায়াং○, গতব্যথোঽয়াদুরুমানয়ানঃ।।৪।।
পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে, ষ্বপঙ্কতোয়েসু-, সরিৎসরঃসু।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু, চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ।।৫।।
গাং পর্য্যটন মেধ্য বিবিক্তবৃত্তিঃ, সদাপ্লুতোঽধঃ শয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরাবধূতবেশো, ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি।।৬।।
শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রকেমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা—
মাস্তে ভবান্ পরিশুধ ইবাত্মতন্ত্রঃ।।৭।।

যুগযোগ্যোপাসনা-সম্বন্ধে—

কস্মিন্ কালে স ভগবান কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদুরের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

তিনি (বিদুর) ভ্রাতার সম্মুখে নিতান্ত কর্ণপীড়াদায়ক কঠোর-বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়াও নিজেই দ্বারদেশে ধুনঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক মায়া-নামক তীর্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন।।৪।।

অনন্তর যে-সকল পুর, উপবন, পর্ব্বত, কুঞ্জ অতি পবিত্র এবং যে যে নদী ও সরোবর পঙ্কশূণ্য, নির্ম্মলজলযুক্ত, আর যে-সকল তীর্থ ও ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্ত্তি সকলে অলঙ্কৃত সেই তীর্থস্থানসমূহে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।।৫।।

তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিপরিতোষণ-ব্রতসকল আচরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবিকা অতিপবিত্রা এবং অসঙ্কীর্ণা ছিল; প্রত্যেক তীর্থেই স্নান করিতেন, ভূতলে নিদ্রা যাইতেন, দেহ-সংস্কারে যত্ন ছিল না, বল্কলাদি পরিধান করিয়াই থাকিতেন, এ জন্য আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।।৬।।

তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। তোমার নিজধাম যে নবদ্বীপ-তথায় সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা স্থগিত করিয়া শক্তি ও শক্তিমান্ একস্বরূপে চৈতন্যমূর্ত্তি তুমি অবস্থিত। মায়া তোমার নিত্য শক্তি। তাঁহার অচিৎ-প্রভাবকে প্রতিযোধ করত তাহার চিৎপ্রবাবযুক্ত পুরুষাকারত্ব সাধনপূর্ব্বক আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরিশুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই চিৎপ্রভাবা মায়া-নির্ম্মিত মায়াপুরে তুমি নিত্য অবস্থান কর।।৭।।

○ মায়াতীর্থকে সর্ব্বপ্রধান জানিয়া তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্।।৮।।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।৯।।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।১০।।
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।১১।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমণ্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।১২।।

যুগভেদে বিহিত উপাসনা-ভেদ-বর্ণন- প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে,—

সেই ভগবান্ কোন যুগে কোন বর্ণ, কোন্ আকৃতি ও কোন্ নামগ্রহণ করিবেন এবং লোকসকলেই বা তাঁহাকে কোন্ বিধান-অনুসারে আরাধনা করিবে তাহা বর্ণনা করুন।।৮।।

হে রাজন্, নানাশাস্ত্রের বিধান-অনুসারে দ্বাপরে ভগবান্‌কে এইভাবে সুধীগণ উপাসনা করেন। সম্প্রতি কলিযুগের উপাসনার কথা শ্রবণ কর।।৯।।

কলিযুগে সাধুগণ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ ভগবান্‌কে সঙ্কীর্ত্তনরূপে যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিবেন।।১০।।

হে সেবকজন-দুঃখবিনাশন, প্রণতপালক, মহাপুরুষ, যাবতীয় ভবযন্ত্রণা দূরীকরণে সমর্থ, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক, ব্রহ্মা মহেশ্বর-পূজিত, ভব-সমুদ্রের তরণি এবং শরণ্য, আপনার পাদপদ্মরূপ মহাতীর্থকে বন্দনা করিতেছি।।১১।।

হে ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, দেব-বাঞ্ছিত দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুজনের আদেশ-পালনের জন্য বনগামী এবং স্ত্রীর প্রার্থনানুসারে মায়া-মৃগের অনুসরণশীল আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি।।১২।।

○ অদ্বৈত আচার্য্য-স্বরূপ আর্য্যের প্রার্থনানুসারে বৈকুন্ঠরাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অতিপ্রিয় স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতি রাধিকার ঈপ্সিত-ধাম মায়াপুর গত-অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অচিন্মায়ারূপ মৃগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়াছিলেন।

বায়ুপুরাণমধ্যে চ স্বয়ং ভগবতেরিতম্।। ড ।।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে ভবিষ্যামি দ্বিজালয়ে।।১৩।।

অগ্নিপুরাণে,—

শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।।১৪।।

গারুড়ে,—

সাধববঃ কলিকালে তু ত্যক্ত্বান্যতীর্থসেবনম্।
বৃন্দারণ্যেঽথবা-ক্ষেত্রে নবখণ্ডে বসন্তি বা।।১৫।।

স্কান্দে,—

মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্।।১৬।।
যত্তীর্থং বর্ত্ততে শ্রীমন্ নবদ্বীপে বিভাগশঃ।
তত্তীর্থমহিমা তত্র শতকোটীগুণং কলৌ।।১৭।।
যথা চিন্তামণেঃ সঙ্গাৎ ধাতুমূল্যং প্রবর্দ্ধতে।
গৌরসঙ্গাত্তথা তীর্থমাহাত্ম্যং পরিবর্দ্ধতে।।১৮।।

বায়ুপুরাণে শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।।ড।।

আমি কলিকালে গঙ্গাতীরে জনবহুল নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে উত্তমবংশজাত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে-সঙ্কীর্ত্তন-কালে শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব।।১৩।।

অগ্নিপুরাণে-প্রশান্তাত্মা, লম্বকণ্ঠ, দেবগণে বেষ্টিত, গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইবেন।।১৪।।

গরুড়পুরাণে—সাধুগণ কলিকালে অন্য তীর্থে বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অথবা নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে বাস করেন।।১৫।।

স্কন্দপুরাণে— যে সকল ব্যক্তি কলিকালে মায়াপুরীতে অবস্থান পূর্বক আমার উপাসনা করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে।।১৬।।

হে বৎস, নবদ্বীপে বিভক্তরূপে যত তীর্থ আছে, কলিকালে সেখানে তাহার শতকোটীগুণ মহিমা জানিবে।।১৭।।

চিন্তামণির সঙ্গে যেরূপ ধাতুসকলের মূল্যবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গবশতঃ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়।।১৮।।

মায়া মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিণী।
শ্রীগর্গসংহিতায়াং সা কীর্ত্তিতা পাপনাশিনী।।১৯।।
মায়া তু বিল্বনীলাদ্বা গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা।
কুশাবর্ত্তময়ী ধ্রৌব্যা ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা।।২০।।
ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্নুত্তরস্যাং দিশি শ্রুতম্।
ক্রোশার্দ্ধে নৃপশার্দ্দুল মায়াতীর্থং মনোহরম্।।২১।।
বিরাজতে যথা নিত্যং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।।২২।।
মায়াতীর্থে চ যঃ স্নাত্বা মাযাং সংপূজ্য মানবঃ।
সর্ব্বাং মনোরথপ্রাপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।।২৩।।
পৃথুকুণ্ডু বিষয়ে গর্গসংহিতায়াং, অর্জ্জুন উবাচ,—
কাঞ্চনীভির্লতাভিশ্চ সৌবর্ণ্যৈঃ পঙ্কজৈর্বৃতম্।
বদ মাং দেবকীপুত্র কস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্।।২৪।।

ভগবান্ উবাচ—

পৃথুঃ পূর্ব্বে রাজরাজঃ স্বায়ম্ভুবকুলোদ্ভবঃ।
ততাপ স তপো দিব্যং তস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্।।২৫।।

মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিনী যোগমায়া। শ্রীগর্গসংহিতায় সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী উক্ত পুরীর কথা বর্ণিত হইয়াছে।।১৯।।

মায়া বিল্বনীল-ক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বার হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন। উহা কুশাবর্ত্তময়ী, নিশ্চলা এবং ধ্রুবমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী।।২০।।

হে রাজন, ভগবানের মন্দির হইতে উত্তরদিকে অর্দ্ধক্রোশ দূরে মনোহর মায়াতীর্থ অবস্থিত বলিয়া শুনা যায়।।২১।

চণ্ড মুণ্ডনাশিনী, ভদ্রকালী, দুগতিনাশিনী দুর্গাদেবী সিংহারোহণ করত সর্বদাই সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন।।২২।।

যিনি মায়াতীর্থে স্নান করত মায়াদেবীর আরাধনা করেন, তিনি সকল মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন।।২৩।

পৃথুকুণ্ড-সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

অর্জ্জুন বলিলেন,— হে কৃষ্ণ, এই যে কাঞ্চনময়ী লতা ও সুবর্ণময় কমলপরিবৃত অদ্ভুত কুণ্ড দর্শন করিতেছি, উহা কাহার কুণ্ড তাহা আমাকে বলুন।২৪।।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাজরাজ পৃথু পুরকালে অতিশয় উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারই এই অদ্ভুত কুণ্ড।।২৫।।

অস্য পীত্বা জলং সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
স্নাত্বা তদ্ধাম পরমং যাতি পার্থ নরেতরঃ।।২৬।।
তদোত্তরং মাথুরং হি তীর্থং সর্ব্বফলপ্রদম্।
বারাহে বৈষ্ণবে তদ্ বৈ কীর্ত্তিতং শুভদং নৃণাম্।।২৭।।
শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ মথুরামাহাত্ম্যকথনে পাদ্মে—
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।২৮।।
বিষ্ণুপুরাণে,—
যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যৈষ্ঠামূলাঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ।।২৯।।
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্।।৩০।।
যো জ্যৈষ্ঠ-শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বাপ্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।।৩১।।

হে অর্জ্জুন, নরাধমও ইহার জলপান করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং ইহাতে স্নান করিলে পরমধামে গমন করিয়া থাকে।।।২৬।।

ইহার উত্তরে সকলফলদায়ক মাথুরমণ্ডল অবস্থিত। বরাহ এবং বিষ্ণুপুরাণে উক্ত শুভদ তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে।।২৭।।

পদ্মপুরাণে শ্রীসীমন্ত-দ্বীপস্থ মথুরাতীর্থের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

এই মধুপুরী বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা এবং ধন্যা, এখানে একদিন বাস করিলেই হরিভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।।২৮।।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হে মুনিবর, যিনি জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতিথিতে মূলানক্ষত্রে যমুনাজলে স্নান ও উপবাস করত একাগ্রচিত্তে মথুরায় ভগবান্ অচ্যুতের উপাসনা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকেন।।২৯-৩০।।

যিনি জ্যৈষ্ঠ-শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করত মথুরাস্থিত হরিকে দর্শন করেন, তিনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হন।।৩১।।

বরাহপুরাণে বরাহ উবাচ,—

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমত্বং মথুরায়াং হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে।।৩২।।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রণম্য শিরসা তদা।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ।।৩৩।।

পৃথ্ব্যবাচ,—

পুষ্করং নিমিষঞ্চৈব পুরীং বারাণসীং তথা।
এতান্ হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি।।৩৪।।

বরাহ উবাচ,—

শৃণু কার্ৎস্নেন বসুধে কথ্যমানং ময়াঽনঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম।।৩৫।।
সা রম্যা চ প্রশস্তা চা জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম।
শৃণু দেবী যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্।।৩৬।।

বরাহ-পুরাণে শ্রীবরাহ বলিয়াছেন,—

অয়ি বসুন্ধরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে মথুরার তুল্য আমার প্রিয় অন্য কোন স্থান নাই।।৩২।।

পৃথিবী তাঁহার বাক্য শুনিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করত পরমপবিত্র বাক্য বলিয়াছিলেন।।৩৩।।

পৃথিবী বলিলেন,— হে মহাভাগ, আপনি পুষ্কর, নৈমিষ্যক্ষেত্র এবং বারাণসী-ধামের কথা পরিত্যাগ করত এই মথুরাপুরীকে কেন এত প্রশংসা করিতেছেন ?৩৪।।

বরাহ বলিলেন,— অয়ি পুণ্যবতি বসুন্ধরে, আমি সকল কথা স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার এই মথুরা-নামক ক্ষেত্র হইতে পবিত্র ক্ষেত্র আর নাই, উহা অতিশয় রম্য ও প্রশস্ত এবং আমার জন্মভূমি বলিয়া অত্যন্ত প্রিয়।।৩৫।।

অয়ি দেবী, আমি যে-কারণ মথুরাপুরীর প্রশংসা করি, তাহা শ্রবণ কর। এই পুরী লোকের সকল পাপ হরণ করিয়া থাকে এবং এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা নিঃশংসয়রূপে মুক্তিলাভ করেন।।৩৬।।

তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে।।৩৭।।
কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎপূণ্যং পুষ্করে চ বসুন্ধরে।
তৎপূণ্যং লভতে দেবী মথুরায়াং দিনে দিনে।।৩৮।।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি।।৩৯।।
মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহতো মায়য়া মম।।৪০।।
যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।৪১।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যান্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে।।৪২।।

মানবগণ মাঘ-মাসে পূর্ণিমাতিথিতে প্রয়াগতীর্থে যে ফল লাভ করেন, মথুরাবাসী লোকসকল প্রত্যহ সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন।।৩৭।।

অয়ি বসুন্ধরে, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পুষ্করক্ষেত্রে যে পূণ্য লাভ হয়, মথুরায় প্রত্যহই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৮।।

পূর্ণ সহস্র বৎসরে বারাণসী-ক্ষেত্রে যে ফল লাভ হয়, মথুরায় ক্ষণকালেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৯।।

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্যলাভের আশায় অন্য তীর্থে বা অন্য কর্ম্মে আসক্ত হয়, ঐ মূঢ় ব্যক্তি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিরন্তর সংসার-চক্র ভ্রমণ করিয়া থাকে।।৪০।।

হে বরারোহে, যে ব্যক্তি অন্যকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত মাথুরমণ্ডলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি এবং বক্তা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।।৪১।।

পৃথিবীস্থ সমুদ্র-সরোবরাদি যাবতীয় তীর্থসকল জনার্দ্দনের শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকেন।।৪২।।

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়।।৪৩।।
বৈবস্বতসা রম্যা যমুনা লোক-পূজিতা।
তত্র স্নানপরো দেবী মম লোকে মহীয়তে।।৪৪।।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাণ্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ।।৪৫।।

কীর্ত্তনবিশ্রামতীর্থ-সম্বন্ধে তত্রৈব—

বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবী মম লোকে মহীয়তে।।৪৬।।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবী দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্।।৪৭।।
ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎফলং লভতে দেবী স্নাতো বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকে।।৪৮।।

অয়ি মহাভাগে, যে-সকল নীচ ব্যক্তিও মথুরায় বাস করে, তাহারাও আমার অনুগ্রহে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৪৩।।

যমের ভগিনী যমুনাদেবী সমস্ত লোকের পূজিতা। হে দেবী, তাহাতে স্নান করিলে মানব আমার ধাম লাভকরত সেখানে পূজিত হইয়া থাকে।।৪৪।।

যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক কর্ম্ম আচরণ করত মথুরায় প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই চতুর্ভূজরূপ লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৪৫।।

কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রামতীর্থ-সম্বন্ধেও বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

হে দেবী, ত্রিলোক-বিখ্যাত বিশ্রান্তি নামক তীর্থে স্নান করিলে লোক আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে।।৪৬।।

হে দেবী, সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া যে ফল লাভ হয়, বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৪৭।।

মানবগণ যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান এবং সংযমদ্বারা যে ফল লাভ করিতে পারে না, বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে।।৪৮।।

কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।৪৯।।
সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্ল্লভানি হি।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৫০।।

হরিহর-কাশীক্ষেত্রাদিবিষয়ে,—

মহাবারানসীক্ষেত্রং ধূর্জ্জটীস্থানমুত্তমম্।
কাশীক্ষেত্রাৎ পরং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিনাশনম্।।৫১।।

মৎস্যপুরাণে,—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষতে ন কদাচন।
মমক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্।।৫২।।
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিৎদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মাসাদ্ভবেৎ।।৫৩।।

যিনি ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যায়) বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করত দুইবার প্রদক্ষিণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।।৪৯।।

অয়ি বসুধে, দ্বাদশটী দুর্ল্লভ তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে স্নান, দান, জপ হোম প্রভৃতি আচরণ করিলে সহস্র গুণ ফল দান করে। ঐ সকল স্থানের স্মরণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।।৫০।।

হরিহর এবং কাশীধাম প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—

মহাবারাণসীধামেই মহাদেবের উত্তম স্থান। উহা কাশীধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পাপবিনাশক বলিয়া কীর্ত্তিত।।৫১।।

মৎস্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,— আমি বিমুক্ত না করিলে যেহেতু বিমুক্ত হইতে পারে না, সেইজন্য আমার এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত নামে স্মৃত হইয়াছে।।৫২।।

স্ত্রীলোক বা পুরুষ জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ মানুষবুদ্ধি-অনুসারে যে-সকল পাপ আচরণ করিয়া থাকে, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।।৫৩।।

প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্।
অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে।।৫৪।।

লিঙ্গপুরাণে,—

ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু হ্যবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যদ্ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে।
অবিমুক্তে বসেদ্ যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ।।৫৫।।

ব্রহ্মপুরাণে,—

অবিমুক্তং সমাসাদ্য লিঙ্গমর্চ্চন্তি যে নরাঃ।
কল্পকোটী-শতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ।।৫৬।।

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুমমাহাত্ম্যে,—

গোদ্রুমাখ্যে হরেঃ স্থানে বসন্তি যে নরোত্তমাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমং পদম্।।৫৭।।
মধ্যদ্বীপস্থ নৈমিষমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—
গোমতীতীরজং পুণ্যং রজো যো ধারয়েন্নরঃ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র শংশয়ঃ।৫৮।।

এই ক্ষেত্র তীর্থ-শ্রেষ্ঠ প্রযাগধাম হইতেও মহৎ, যেহেতু এ স্থান অল্প আয়াসেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।।৫৪।।

লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যদি কোন ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও কোন সময়ে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবশতঃ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি আমার সমতা লাভ করেন।।৫৫।।

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যে-সকল ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করত লিঙ্গ পূজা করেন, তাঁহাদের শতকোটীকল্পেও আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।।৫৬।।

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে উক্ত আছে,—

যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব গোদ্রুম-নামক শ্রীহরির ধামে বাস করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন।।৫৭।।

গর্গসংহিতায় মধ্যদ্বীপস্থিত নৈমিষক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

যে ব্যক্তি গোমতীনদীর তীরজাত পবিত্র রজঃ ধারণ করেন, তিনি শত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি হয়েন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৫৮।।

মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ।
শতাশ্বমেধজং পুণ্যং সংপ্রাপ্নোতি বিদেহরাট্ ।। ৫৯ ।।
তৎসহস্রগুণং পুণ্যং গোমত্যাং মকরে রবৌ।
গোমত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ।।৬০ ।।
চক্রচিহ্নে চক্রতীর্থে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
চক্রপাণিপদং যাদি পাপানাং ভাজনোঽপি হি ।।৬১ ।।

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং,—

পুলস্ত্য উবাচ,—

তেতা গচ্ছ হি রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রম্ভীষ্টদম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ ।।৬২ ।।
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।৬৩ ।।
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ।।৬৪ ।।

হে বিদেহরাজ, মাঘমাসে রবি মকর-রাশিস্থ হইলে প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, আর ঐ গোমতীতে স্নান করিলে তাহার সহস্রগুণ পুণ্যলাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মাও এই গোমতী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন ।।৫৯-৬০ ।।

যিনি চক্রচিহ্নযুক্ত চক্রতীর্থে দ্বাদশী-তিথিতে স্নান করেন, তিনি নিতান্ত পাপভাগী হইলেও বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকেন ।।৬১ ।।

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

পুলস্ত্য বলিলেন,— হে রাজেন্দ্র, অতএব তুমি অভীষ্টপদ কুরুক্ষেত্রে গমন কর। উহার দর্শনে সর্ব্বজীব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।।৬২ ।।

যে ব্যক্তি 'আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব' কুরুক্ষেত্রে বাস করিব' — সর্ব্বদা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ।।৬৩ ।।

কুরুক্ষেত্রের ধুলিরাশিও বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া পাপিগণের গাত্রে পতিত হইলে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকে ।।৬৪ ।।

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্করমাহাত্ম্যে—
নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
পুষ্করং নাম বিখ্যাতং মহাভাগঃ সমাবিশেৎ? ৬৫।।
দশকোটীসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যাং কুরুনন্দন।।৬৬।।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদগণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভো।।৬৭।।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি।।৬৮।।
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজংস্তীর্থানামাদিরুচ্যতে।।৬৯।।
ভালুকা-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম,—
তথা বৈ দক্ষিণং দ্বারং জাম্বুবানৃক্ষরাট্‌বলী।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ ভগবদ্ভক্তিসংযুত।।৭০।।

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্কর-মাহাত্ম্য-বর্ণনে বলা হইয়াছে,—

এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোকবিখ্যাত পুষ্কর-নামক তীর্থ অবস্থিত, মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করিয়া থাকেন।।৬৫।।

হে মহামতে, বিভো, এই পুষ্করতীর্থে ত্রিসন্ধ্যায় দশকোটীসহস্র তীর্থের সমাগম হয় এবং আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সেস্থলে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন।।৬৬-৬৭।।

জন্মাবধি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জিত যাবতীয় পাপরাশি পুষ্করতীর্থে স্নান করা মাত্রই নষ্ট হইয়া থাকে।।৬৮।।

হে রাজন্, ভগবান্ মধুসূদন যেরূপ সমস্ত দেবতাগণের আদিদেবতা, সেইরূপ এই পুষ্করতীর্থও সমস্ত তীর্থের আদিতীর্থ বলিয়া জানিবে।।৬৯।।

হে রাজন্, সেইরূপ ভল্লুকরাজ মহাবল জাম্বুবান্ ভগবদ্‌ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা দক্ষিণ-দ্বার রক্ষা করিতেছেন।।৭০।।

মহাভারতে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্যে,—
সপ্তকোটীনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে যানি কানি চ।
সর্ব্বাণি তত্র তিষ্ঠন্তি সপ্তসামুদ্রকে নৃপ।।৭১।।

বিষ্ণুপুরাণে,—
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।।৭২।।
বিদ্যানগরমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—
জগাম বেদনগরং জম্মুদ্বীপে মনোরমম্।
মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো দৃশ্যতে সর্ব্বদৈব হি।।৭৩।।
তৎসভায়াং সদা বাণী বীণাপুস্তকধারিণী।
গায়ন্তী কৃষ্ণচরিতং সুভগং মঙ্গলায়নম্।।৭৪।।
মূর্ত্তিমন্তো বিরাজন্তে তত্র বেদপুরে নৃপ।
অষ্টৌ তালাঃ স্বরাঃ সপ্ত তথা গ্রামত্রয়ং নৃপ।।৭৫।।

মহাভারতে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

হে রাজন্, ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তকোটী-পরিমিত যে সকল তীর্থ অবস্থান করিতেছে, এই সপ্তসামুদ্রক-তীর্থে সে-সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।।৭১।।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

সাগরবেষ্টিত এই দ্বীপকে তাহাদের মধ্যে নবম বলিয়া জানিবে।।৭২।।

বিদ্যানগরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গর্গ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

যেখানে সর্ব্বদা নিগমশাস্ত্র মূর্ত্তিমানরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, তিনি জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত সেই মনোরম বেদনগরে গমন করিয়াছিলেন।।৭৩।।

তাহার সভায় বীণা-পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী দেবী সর্ব্বদা মঙ্গলজনক পুণ্য কৃষ্ণ-চরিত গান করিতেছেন।।৭৪।।

হে রাজন্, সেই বেদপুরে অষ্টতাল, সপ্তস্বর এবং তিনগ্রাম মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।।৭৫।।

মীমাংসাশাস্ত্রং হস্তো জ্যোতির্নেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
আয়ুর্ব্বেদঃ পৃষ্ঠদেশো ধনুর্ব্বেদ উরঃস্থলম্।।৭৬।।
গান্ধর্ব্বং রসনং বিদ্ধি মনো বৈশেষিকং স্মৃতম্।
সাংখ্যং বুদ্ধিরহঙ্কারো ন্যায়বাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদান্তং তস্যচিত্তং হি বেদস্যাপি মহাত্মনঃ।।৭৭।।
রুক্মপুর-রামতীর্থ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্—
যত্র রামেণ গঙ্গায়াং কৃতং স্নানং বিদেহরাট্।
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ।।৭৮।।
কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে স্নাত্বা রামতীর্থে তু জাহ্নবীম্।
হরিদ্বারাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈ লভতে জনঃ।।৭৯।।
বহুলাশ্ব উবাচ,—
কৌশম্বাচ্চ ○ কিয়দ্দূরং স্থলে কস্মিন্মহামুনে।
রামতীর্থং মহাপুণ্যং মহ্যং বক্তুং ত্বমর্হসি।।৮০।।

মীমাংসা-শাস্ত্র সেই বেদশাস্ত্রের হস্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র-নেত্র, আয়ুর্ব্বেদ পৃষ্ঠদেশ ধনুর্ব্বেদ বক্ষঃস্থল, গীতশাস্ত্র, জিহ্বা, বৈশেষিকশাস্ত্র— মনঃ, সাংখ্যশাস্ত্র-বুদ্ধি, ন্যায়শাস্ত্র-অহঙ্কার, বেদান্তশাস্ত্র-চিত্তরূপে বর্ত্তমান।।৭৬-৭৭।।

রুক্মপুর রামতীর্থ মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় বলিতেছেন,— হে বিদেহরাজ যেখানে রামচন্দ্র গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাপূণ্যজনক রামতীর্থ বলিয়া জানেন।।৭৮।।

যিনি কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে রামতীর্থে গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি হরিদ্বার হইতেও শতগুণ পূণ্যলাভ করেন।।৭৯।।

বহুলাশ্ব বলিয়াছিলেন—

হে মুনিবর, কৌশম্ব হইতে কতদূরে এবং কোন স্থানে পবিত্র রামতীর্থ অবস্থিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন।।৮০।।

○ কৌশম্ব-কুসনগর।

নারদ উবাচ,—

কৌশম্বাচ্চ তদীশান্যাং চতুর্যোজণমেব চ।
বায়ব্যাং শূকরক্ষেত্রাচ্চতুর্যোজনমেব ✯ চ।।৮১।।
কর্ণক্ষেত্রাচ্চ ষট্‌ক্রোশৈর্নলক্ষেত্রাচ্চ পঞ্চভিঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি রাজেন্দ্র রামতীর্থং বদন্তি হি।।৮২।।
বৃদ্ধকেশী সিদ্ধপীঠাদ্বিল্বকেশবনাৎ পুনঃ।
পূর্ব্বস্যাং চ ত্রিভিঃ ক্রোশৈ রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ।।৮৩।।
দৃঢ়াশ্বো বঙ্গরাজোভূৎ ○ কুরূপং লোমশং মুনিম্।
দৃষ্টা জহাস সততং তং শশাপ মহামুনিঃ।।৮৪।।
বিঙ্করালঃ ক্রোড়মুখোঽসুরো ভব মহাখল।
ইত্থং স মুনিশাপেন কোলঃ ক্রোড়মুখোঽভবৎ।।৮৫।।
বলদেব-প্রহারেণ ত্যক্ত্বা স্বামাসুরীং তনুম্।
কোলো নাম মহাদৈত্যঃ পরং মোক্ষং জগাম হ।।৮৬।।

নারদ বলিলেন, হে মহারাজ, কোশম্ব হইতে ঈশান কোণে চারিযোজন, কোলদ্বীপ হইতে বায়ুকোণে চারি যোজন, কর্ণক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে ছয় ক্রোশ এবং নলক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন।।৮১-৮২।।

বৃদ্ধকেশী-সিদ্ধপীঠ এবং বিল্বকেশবন হইতে পূর্ব্বদিকে তিনক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন।।৮৩।।

দৃঢ়াশ্ব-নামে এক রাজা (নবদ্বীপাধিপতি) ছিলেন। তিনি লোমশ মুনিকে কুরূপ দেখিয়া সর্ব্বদা হাসিতন বলিয়া মুনিবর তাহাকে শাপ প্রদান করেন যে,— হে ক্রুরমতে, তুমি উগ্রাকৃতি শূকর-মুখ অসুররূপে পরিণত হও। অনন্তর তিনি মুনিশাপে শূকর-মুখ অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন।।৮৪-৮৫।।

অনন্তর বলদেবের প্রহারে কোল-নামক সেই মহাদৈত্য স্বকীয় অসুরশরীর পরিত্যাগ করত পরমমুক্তি লাভ করিয়াছিল।।৮৬।।

✯ শূকরক্ষেত্র— কোলদ্বীপ, ○ বঙ্গ রাজ অর্থে শ্রীনবদ্বীপাধিপতি।

ততো রামো মন্ত্রিভিশ্চ উদ্ধবাদিভিরন্বিতঃ।
জহ্নুতীর্থং ✤ জগামাশু যত্র দক্ষঃ শ্রুতেরভূৎ।।৮৭।।
গঙ্গাব্রাহ্মণমুখ্যস্য জাহ্নবী যেন কথ্যতে।
দত্বা দানং দ্বিজাতিভ্য উষুরাত্রৌ জনৈঃ সহ।।৮৮।।
ততস্তং পশ্চিমে ভাগে পাণ্ডবানামতিপ্রিয়ম্।
আহারস্থানকং ◆ প্রাপ্য রাত্রৌ বাসং চকার হ।।৮৯।।
তত্র দানং দ্বিজাতিভ্যো দত্বা সদ্‌গুণ-ভোজনম্।
ততো যোজনমেকং চ দেবং মাণ্ডুক-সংজ্ঞকম্।।৯০।।
তপস্তপ্তং মহত্তেণ চান্তে দেব-কৃপাপ্তয়ে।
তদর্থং স্বসমাজেন বলদেবো জগাম হ।।৯১।।
তস্য শীর্ষ্ণি করং দত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
যদি প্রসন্নো ভগবাননুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি।।৯২।।
সর্ব্বোত্তমাং ভাগবতীং সংহিতাং শুকবক্তুতঃ।
নির্গতাং দেহি মে স্বামিন্ কলিদোষহরাং পরাম্।।৯৩।।

তাহার পর বলদেব উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সঙ্গে জহ্নুতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রুতি হইতে দক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী সেই ব্রাহ্মণপ্রবর জহ্নুমুনির নামানুসারে জাহ্নবী-নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে নানা দ্রব্য দান করত নিজজনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন।।৮৭-৮৮।।

অনন্তর তাহার পশ্চিমদিকে পাণ্ডবগণের অতিপ্রিয় আহারস্থান প্রাপ্ত হইয়া সেখানে রাত্রিতে বাস করিলেন।।৮৯।।

সেখানে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম আহার এবং নানাদ্রব্য দান করত তাহার এক যোজন দূরে মাণ্ডুক-নামক এক মহাপুরুষ অন্তিমকালে প্রভুর কৃপা লাভের আশায় তপস্যা করিতেছিলেন বলিয়া বলদেব পরিজন সহ তথায় গমন করিয়াছিলেন।।৯০-৯১।।

তিনি তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মাণ্ডুক বলিলেন,— হে দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন অথবা আমি অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে কলিদোষবিনাশিনী শুকদেবের মুখনির্গতা ভাগবতী-সংহিতা আমাকে প্রদান করুন।।৯২-৯৩।।

✤ জহ্নুদ্বীপ, ◆ মাতাপুরের পশ্চিমাংশ।

শ্রীবলদেব উবাচ,—

শ্রীমদ্ভাগবতং দিব্যং পুরাণং বচনং তদা।
গৌরান্বয়স্য সংপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয় ○।।৯৪।।

রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্—

তথা বা উত্তরে দ্বারে ক্ষেত্রং স্যান্নৈললোহিতম্।
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো রাজতে নীললোহিতঃ।।৯৫।।
দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা সপ্তর্ষয়ঃ পরে।
বসন্তি যত্র বৈদেহ তথা সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ।।৯৬।।
নীললোহিত-লিঙ্গস্তু যত্র সংপূজ্য যত্নতঃ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে রাবণো লোকরাবণঃ।।৯৭।।
কৈলাসস্যাপি যাত্রায়াং যৎফলং লভতে নৃপ।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নীললোহিতদর্শনাৎ।।৯৮।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবলদেব বলিয়াছিলেন,—

কলিকালে যে-সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন, তৎকালে শ্রীমদ্ভগবত-পুরাণবাক্য প্রচারিত হইবে।।৯৪।।

গর্গ সংহিতায় রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

সেইরূপ উত্তরদ্বারে নৈল-লোহিতক্ষেত্র বর্ত্তমান। সেখানে নীল-লোহিত নামক মহাদেব সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন।।৯৫।।

হে বিদেহরাজ, সেখানে সমস্ত দেবতা, মুনি, সপ্তর্ষি এবং মরুদ্গণ বাস করেন।।৯৬।।

এখানে ত্রিলোকভয়প্রদ রাবণ নীল-লোহিত মহেশ্বরকে আরাধনা করত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।।৯৭।।

হে রাজন, কৈলাসধামে যাত্রা করিলে যে ফল লাভ হয়, নীল-লোহিত মহাদেব দর্শনে তাহার শতগুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।।৯৮।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণ-খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

○ শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রচারিত সম্প্রদায়-সিদ্ধি। তদা অর্থাৎ কলিকালে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

যদুক্তং ধামমাহাত্ম্যং শিবেন গিরিজাং প্রতি।
উর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে শৃণু তদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।।ঢ।।
শ্রুত্বা গৌরকথাঃ দেবী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং ভক্ত্যা পরময়া মুদা।।১।।
গৌরমন্ত্রাদিকং নাথ শ্রুতং তবোর্দ্ধবক্ত্রতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যমিদানীং বদ তত্ত্বতঃ।।২।।
নবদ্বীপকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী।
ন কদাচিৎ পুরা নাথ কৃপয়া কথিতা ত্বয়া।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

শ্রীহরেঃ পরমা শক্তিঃ স্বরূপাখ্যা বরাননে।
যস্যাশ্ছায়াস্বরূপা ত্বং মহামায়া গুণাত্মিকা।।৪।।
তৎপ্রভাবাবাস্ত্রিধা সম্বিৎ-হ্লাদিনী-সন্ধিনী প্রিয়ে।
সন্ধিনী ধামনামাদের্হরেঃ সাক্ষাৎপ্রকাশিনী।।৫।।

উর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যে ধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর।।ঢ।।

বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিনী সনাতনী দেবী গৌরকথা শ্রবণ করত পরমভক্তি ও প্রীতি-সহকারে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।।১।।

হে দেব, আপনার উর্দ্ধমুখ হইতে গৌরমন্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে বর্ণন করুন।।২।।

হে নাথ, নবদ্বীপ-ধামের কথা অতীবপুণ্যা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী; আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত তাহা বলেন নাই।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,— অয়ি সুমুখী, শ্রীহরির পরমা শক্তি স্বরূপশক্তি নামে কথিত হইয়াছে। তুমি তাহারই ছায়াস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি। সেই স্বরূপশক্তির সম্বিৎ (জ্ঞান), হ্লাদিনী ও সন্ধিনী (সত্তাবিস্তারিণী) এই ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সন্ধিনীশক্তিই সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীহরির ধাম-নামাদির প্রকাশ করিয়াছেন।।৪-৫।।

ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দশ্চোদয়ামাস সন্ধিনীম্‌।
সা সন্ধিনী নবদ্বীপমকরোদক্ষিগোচরম্‌।।৬।।
ফলং পুষ্পাৎ যথা দেবী শক্তের্ধাম তথা শুভে।
অতো নিত্যং নবদ্বীপং প্রকটং হি বিদুর্বুধাঃ।।৭।।
অপ্রাকৃতং নবদ্বীপং চিন্ময়ং চিদ্বিশেষণম্‌।
জড়াতীতং পরমং ধাম ব্রহ্মপুরং সনাতনম্‌।।৮।।
বদন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্দহরং সর্ব্বসুন্দরম্‌।
নবসংখ্যাস্তথা দ্বীপাঃ বর্ত্তন্তে পদ্মপুষ্পবৎ।।৯।।
শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি নবখণ্ড-স্বরূপকম্‌।
যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দরো হরিঃ।।১০।।
অন্তর্দ্বীপস্তথা দেবী সীমন্তদ্বীপসংজ্ঞকঃ।
গোদ্রুমদ্বীপসংজ্ঞোঽন্যো মধ্যদ্বীপস্তথাপরঃ।।১১।।
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে দেবী দ্বীপ-চতুষ্টয়ম্‌।
কোলদ্বীপ-ঋতুদ্বীপো জহ্নুদ্বীপঃ সুরেশ্বরি।
মোদদ্রুমস্তথারুদ্রঃ পঞ্চৈতে পশ্চিমে তটে।।১২।।

সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেরণায় সন্ধিনী-শক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন।।৬।।

অয়ি দেবী, পুষ্প হইতে ফলের প্রকাশের ন্যায় শক্তি হইতে ধামের প্রকাশ হইয়া থাকে, এইজন্য পণ্ডিতগণ নবদ্বীপকে নিত্য প্রকটিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।।৭।।

শ্রুতিসকল এই নবদ্বীপধামকে অপ্রাকৃত, চিন্ময়, চিদ্‌বিশেষণযুক্ত, জড়-জগতের অতীত, পরমসনাতন ব্রহ্মপুর, মনোরম দহর-সংজ্ঞক পদ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নয়টি দ্বীপও পদ্মপুষ্পের ন্যায়ই শোভা পাইতেছে।।৮-৯।।

অয়ি দেবী, যেখানে সাক্ষাৎ হরি শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।।১০।।

গঙ্গার রমণীয় পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ-নামে চারিটি দ্বীপ এবং পশ্চিমতীরে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জম্বু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ এবং রুদ্র দ্বীপ-নামে পাঁচটি দ্বীপ বর্তমান আছে।।১১-১২।।

গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদা সিন্ধুঃ কাবেরী তাম্রপর্ণী পয়স্বিনী।।১৩।।
কৃতমালা তথা ভীমা গোমতী চ দৃষদ্বতী।
সর্ব্বাঃ পুণ্যজলা নদ্যঃ বর্ত্তন্তেঽত্র যথাযথম্।
নবদ্বীপো মহাদেবি তাভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবারিতঃ।।১৪।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনম্।
বর্ত্তন্তেঽত্র নবদ্বীপে নিত্যে ধাম্নি মহেশ্বরি।।১৫।।
ভাগীরথ্যলকানন্দা মন্দাকিনী তথাপরা।
ভোগবতীতি গঙ্গায়া হ্যন্তি ধারাচতুষ্টয়ম্।
নবদ্বীপস্য পরিধিশ্চত্বারি যোজনানি চ ।।১৬।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি রসায়াং দিবি বা প্রিয়ে।
তানি সর্ব্বানি তিষ্টন্তি নবদ্বীপে সুরেশ্বরি।।১৭।।
নাহং বসামি কৈলাসে ন ত্বং বসসি মদ্গৃহে।
ন দেবা দিবি তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো ন বনে বনে।।১৮।।
সর্ব্বে বয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ প্রেমলালসাঃ।
গৌর-গৌরেতি গায়ন্তঃ সঙ্কীর্ত্তনপরা ভুবি।।১৯।।

এখানে গঙ্গা, যমনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা,সিন্ধু, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃতমালা, ভীমা, গোমতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যসলিলা নদী যথাযথভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, নবদ্বীপ-ধাম ঐ সমস্ত তীর্থদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত।।১৩-১৪।।

অয়ি মহেশ্বরী, এই নিত্যধাম নবদ্বীপে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমাষারণ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।।১৫।।

এখানে ভাগিরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী এবং ভোগবতী-নামে গঙ্গার চারটি ধারই বর্ত্তমান, এই নবদ্বীপক্ষেত্রের পরিধি চারি যোজন পরিমিত।।১৬।।

অয়ি প্রিয়ে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে-সমস্ত তীর্থ আছে, নবদ্বীপে তাহাদের সকলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।।১৭।।

বস্তুতঃ আমি কৈলাসে বর্ত্তমান নহি, তুমিও কৈলাসে আমার গৃহে বর্ত্তমান নহ, দেবতাগণও স্বর্গে বর্ত্তমান নহেন, ঋষিগণও বনে বনে অবস্থান করেন না, কিন্তু আমরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-লাভের আসায় গৌরনাম সঙ্কীর্ত্তন করত পৃথিবীতে নবদ্বীপ-ধামে বাস করিতেছি।।১৮-১৯।।

যে নরাঃ কৃতিনো দেবী নবদ্বীপে বসন্তি তে।
জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ।।২০।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।
যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল।।২১।।
পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাম।
সীমন্তাদিস্থলাংস্তত্র দলানষ্ট-স্বরূপকান্।।২২।।
কর্ণিকা-মধ্যভাগে তু পীঠং রত্নময়ং পরম্।
পঞ্চতত্ত্বান্বিতং তত্র গৌরং পুরটসুন্দরং।
যে ধ্যায়ন্তি জনাঃ শশ্বতে তু সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ।।২৩।।
যত্র তত্র নবদ্বীপে স সন্যাস্যথবা গৃহী।
হা গৌরেতি বদন্নিত্যং সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নুতে।।২৪।।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্।
তস্যাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ।।২৫।।
তত্র রাসস্থলী দিব্যা পুলিনং বালুকাময়ম্।
রাসস্থলী পশ্চিমে তু পুণ্যং ধীরসমীরকম্।
যদ্যদ্বৃন্দাবনে দেবী তত্তত্র ন সংশয়ঃ।।২৬।।

যে-সকল বুদ্ধিমান লোক নবদ্বীপে বাস করেন, একমাত্র মহাপ্রভুই জীবনে মরণে সর্ব্বক্ষণে তাঁহাদের প্রতিপালক রহিয়াছেন।।২০।।

কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।।২১।।

এই নবদ্বীপক্ষেত্র পদ্মাকারে অবস্থিত, অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্র) সেই পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ এবং সীমন্তাদি অষ্টদ্বীপ উহার অষ্টদলস্বরূপ।।২২।।

সেই কর্ণিকার মধ্যভাগে রত্নময় উত্তম পীঠ বর্ত্তমান, যাঁহারা উক্ত পীঠ-স্থিত কনককান্তি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।।২৩।।

সন্ন্যাসী বা গৃহী যে কোন ব্যক্তি নবদ্বীপের যে কোন স্থানে নিরন্তর "হা গৌর", "হা গৌর" এইরূপ কীর্ত্তন করিলে নিখিল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।২৪।।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে গোকুলস্বরূপ শ্রীমায়াপুর এবং তাহার পশ্চিমতটে বৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা বুধগণ বলেন।।২৫।।

সেখানে দিব্য রাসক্ষেত্র বর্ত্তমান। রাসক্ষেত্রের পশ্চিমে মন্দ মন্দ সমীরণ— সুশীতল বালুকাময় পবিত্র সৈকত অবস্থিত। হে দেবী, বৃন্দাবনের যাবতীয় বিষয়ই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।২৬।।

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তির্দুর্ঘটনপটীয়সী।
চিন্ময়মন্তরাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতম্।।২৭।।
ততো মায়াপুরখ্যাতির্যোগপীঠস্য ভূতলে।
প্রৌঢ়ামায়া তব খ্যাতিঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে।।২৮।।
গতে তু পলিনাভ্যাসং কালে শ্রীগৌর-বিগ্রহে।
বংশীবটং সমাশ্রিত্য ত্বং পাসি বৈষ্ণবান্ জনান্।।২৯।।
অহঃ বৃদ্ধশিবঃ সাক্ষাৎ প্রভোরাজ্ঞানুসারতঃ।
কল্পিতৈরাগমৈস্তৈস্তৈর্বঞ্চয়ামি বহির্ম্মুখান্।।৩০।।
লীলাপুষ্টিং ভগবতশ্চৈতন্যস্য হরেঃ স্বয়ম্।
করোমি সততং দেবী তব মায়াবলেন হি।।৩১।।
অন্তর্দ্বীপে হরিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণাং কৃপয়া স্বয়ম্।
গৌরাবতার-তাৎপর্য্যং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ।।৩২।।
সীমন্তদ্বীপমাসাদ্য ত্বং হি দেবী সনাতনি।
দদ্রষ্ঠ সুন্দরং রূপং গৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ।।৩৩।।
তৎসমীপে মহাদেবী মথুরা বিদ্যতে পুরী।
অভবৎ যত্র বৈ কংসো যবনস্য গৃহে কলৌ।।৩৪।।

তুমি অঘটনপটীয়সী শ্রীহরির মায়াশক্তিরূপে চিন্ময় অন্তঃসূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাক।।২৭।।

সেইজন্য এই যোগপীঠ ভূতলে 'মায়াপুর' নামে এবং তুমি 'প্রৌঢ়ামায়া' নামে বিখ্যাতা হইয়াছ।।২৮।।

যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুলিন-সমীপে গমন করেন, তৎকালে তুমি বংশীবট আশ্রয় করত বৈষ্ণবগণকে পালন করিয়া থাক।।২৯।।

আমি বৃদ্ধশিব-নামে বিখ্যাত হইয়া প্রভুর আজ্ঞানুসারে কল্পিত আগমশাস্ত্র প্রকাশ করত বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকি।।৩০।।

হে দেবী, আমি তোমার মায়াবলে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যরূপ ভগবান্ শ্রীহরির লীলাপুষ্টির বিধান করিয়া থাকি।।৩১।।

অন্তর্দ্বীপে সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীগৌরঅবতারের যথার্থ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন।।৩২।।

হে দেবী, তুমি সীমন্তদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনোরম রূপ দর্শন করিয়াছিলে।।৩৩।

অয়ি মহাদেবী, তাহার নিকটে মথুরাপুরী বর্ত্তমান, সেখানে কলিকালে কংস যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।।৩৪।।

শোধিত্বা তং কীর্ত্তনাদৌ শ্রীগৌরসুন্দরঃ প্রভুঃ।
তীর্থং দ্বাদশকং তীর্ত্বা শ্রীধরস্য গৃহং যযৌ।।৩৫।।
তদ্ধি নবদ্বীপে দেবী সুদামপুরমীর্য্যতে।
তত্রৈব বর্ত্ততে গৌরী বিশ্রামকুণ্ডমুত্তমম্।।৩৬।।
ময়মারীং ততোত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রামপরাক্রমম্।
সুবর্ণসেনদুর্গে স ননর্ত্ত কীর্ত্তনে হরিঃ।।৩৭।।
দেবপল্লীং ততো গত্বা দেবান্ সূর্য্যমুখান্ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্লাবয়ামাস ভামিনি।।৩৮।।
ক্ষেত্রং হরিহরং তীর্ত্বা কাশীঞ্চ মোক্ষদায়িনীম্।
গোদ্রুম-দ্বীপমাসাদ্য সুরভী-সেবিতং হরিঃ।
ননর্ত্ত পরমাবিষ্টো মৃকণ্ডসুতসন্নিধৌ।।৩৯।।
মধ্যদ্বীপং ততো গত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডপে হরিঃ।
ননর্ত্ত নৈমিষে তীর্থে সাবধূতঃ সপার্ষদঃ।।৪০।।
ততো গত্বা পুষ্করাখ্যং তীর্থং বিপ্রনিষেবিতম্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং প্লাবয়ামাস কীর্ত্তনৈঃ।।৪১।।

প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আদিকীর্ত্তনকালে তাহাকে শোধন করত দ্বাদশ তীর্থ উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন।।৩৫।।

হে গৌরী, সেই নবদ্বীপে সুদামপুর অবস্থিত, তাহার মধ্যে বিশ্রামকুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে।।৩৬।।

অনন্তর শ্রীহরি ময়মারী-নামক স্থান অতিক্রম ও রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শন করত সুবর্ণসেনের দুর্গে কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন।।৩৭।।

অয়ি মানিনি, তাহার পর প্রভু দেবপল্লীতে গমন করিয়া সেখানে সূর্য্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তনানন্দে প্লাবিত করিয়াছিলেন।।৩৮।।

অতঃপর শ্রীহরি হরিহরিক্ষেত্র ও মোক্ষদায়ক কাশীক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া সুরভি কর্ত্তৃক সেবিত গোদ্রুমদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় মার্কণ্ড-সমীপে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।।৩৯।।

অনন্তর তিনি মধ্যদ্বীপে গমন করিয়া নৈমিষতীর্থে সপ্তর্ষিমণ্ডপে অবধূত ও পার্ষদগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন।।৪০।।

সেখান হইতে ব্রাহ্মণগণ-পরিষেবিত পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কীর্ত্তনদ্বারা ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছিলেন।।৪১।।

ততো মহাপ্রয়াগাখ্যং পঞ্চবেণীসমন্বিতম্।
তীর্থং শ্রীজাহ্নবীং তীর্ত্বা কোলদ্বীপং জগাম হ।।৪২।।
সমুদ্রসেনরাজ্যে তু গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
কীর্ত্তয়িত্বা হরিং দেবী চম্পাহট্টং জগাম হ।।৪৩।।
ঋতুদ্বীপং ততো গত্বা দৃষ্ট্বা শোভাং বনস্য চ।
রাধাকুণ্ডাদিকং স্মৃত্বা রুরোদ শচীনন্দনঃ।।৪৪।।
ততঃ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীবিদ্যানগরং হরিঃ।
দদর্শ পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং বেদস্থানমনুত্তমম্।।৪৫।।
জহ্নুদ্বীপং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা জহ্নুতপোবনম্।
মোদদ্রুমে রামলীলাং স্মরণ্ গৌরং মুমোদ হ।।৪৬।।
বৈকুণ্ঠপুরমধ্যে তু দৃষ্ট্বা নিঃশ্রেয়সং বনম্।
ব্রহ্মাণীং বিরজপারে গতবান্ শ্রীমহৎপুরম্।।৪৭।।
স্থানঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং কাম্যনাম বনং শুভম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চবটীঞ্চাত্র শ্রীশঙ্করপুরং যযৌ।।৪৮।।

তথা হইতে পঞ্চবেণীযুক্ত মহাপ্রয়াগ তীর্থ ও শ্রীগঙ্গাদেবী উত্তীর্ণ হইয়া কোলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।।৪২।।

হে দেবী, পরে তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থলে সমুদ্রসেনের রাজ্যে হরিকীর্ত্তনপূর্ব্বক চম্পকহট্টে গমন করিয়াছিলেন।।৪৩।।

অতঃপর শচীনন্দন ঋতুদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বনের শোভা সন্দর্শনে রাধাকুণ্ডাদির স্মরণ হওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন।।৪৪।।

সেখান হইতে প্রভু পার্ষদগণসহ সঙ্কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে বেদবিদ্যার অত্যুত্তম ক্ষেত্র বিদ্যানগর দর্শন করিয়াছিলেন।।৪৫।।

অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর জহ্নুদ্বীপে জহ্নুমুনির তপোবন দর্শন করিয়া মোদদ্রুমে রামলীলা স্মরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়াছিলেন।।৪৬।।

বৈকুণ্ঠপুর মধ্যে নিঃশ্রেয়স বন ও বিরজার পারে ব্রাহ্মণীকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীমহৎপুরে গমন করিয়াছিলেন।।৪৭।।

অতঃপর পাণ্ডুপুত্রগণের পরম পবিত্র কাম্যবন ও পঞ্চবটী দর্শনান্তে শ্রীশঙ্করপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন।।৪৮।।

ততঃ পুলিনমাসাদ্য পীঠং বৃন্দাবনাত্মকম্।
দদর্শ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুঃ।।৪৯।।
তত্র রাসস্থলীং দৃষ্ট্বা সপার্ষদরমাপতিঃ।
শ্রীভাগবতপদ্যেন রাসগীতং চকার সঃ।।৫০।।
স্মৃত্বা রাসাত্মিকাং লীলাং মহাভাবদশাং প্রভুঃ।
লেভে তত্র মহাদেবী পুলিনে রাসমণ্ডপে।।৫১।।
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগদুর্মুনয়ো বেদান্ ছান্দোগ্যাদিস্বরূপকান্।।৫২।।
শ্রুতিমূলগতে নাম্নি দীর্ঘবাহুর্মহাপ্রভুঃ।
হরে কৃষ্ণেতি সংক্রোস্য চচাল জাহ্নবী তটে।।৫৩।।
ভাগীরথীং, সমুত্তীর্য্য সপার্ষদঃ শচীসূতঃ।
নামসঙ্কীর্ত্তনে রেমে রুদ্রদ্বীপে সমন্ততঃ।।৫৪।।
বিল্বপক্ষং ততো গত্বা বিপ্রান্ কৃষ্ণপরায়ণান্।
প্রেম্ণা সংপ্লাবয়ামাস কাঞ্চীপুরং জগৎপতিঃ।।৫৫।।
ততো গত্বা ভরদ্বাজস্থানং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ হরিম্।
ততো মায়াপুরাবাসং প্রবিবেশ স্বয়ং হরিঃ।।৫৬।।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুলিন প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনাত্মক পীঠদর্শন করিয়াছিলেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু সেখানে রাসস্থলী দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য-অনুসারে রাসলীলা গান করিয়াছিলেন।।৪৯-৫০।।

অয়ি মহাদেবী, সেই পুলিনস্থ রাস-মণ্ডপে মহাপ্রভু রাসলীলা স্মরণ করত মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৫১।।

তখন স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ এবং তথায় পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। মুনিগণও ছান্দোগ্যাদি বেদগান করিয়াছিলেন।।৫২।।

অতঃপর কর্ণমূলে নাম উচ্চারণ করিলে পর দীর্ঘবাহু মহাপ্রভু ভাবদশা হইতে উত্থিত হইয়া 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি করত গঙ্গাতটে গমন করিয়াছিলেন।।৫৩।।

তাহার পর শ্রীশচীনন্দন পার্ষদগণসহ ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন সহকারে রুদ্রদ্বীপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।।৫৪।।

সেখান হইতে জগৎপতি শ্রীগৌরসুন্দর বিল্বপক্ষ-নামক স্থানে গমন করত কৃষ্ণ পরায়ণ বিপ্রগণকে ও কাঞ্চীপুরকে কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তথা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করত মায়াপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।।৫৫-৫৬।।

শৃণ্বন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে গৌরকীর্ত্তনক্রমম্।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ শিবে সংসারসাগরে।।৫৭।।
নবদ্বীপসমং স্থানং শ্রীগৌরাঙ্গসমঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণপ্রেমসমা প্রাপ্তির্নাস্তি দুর্গে কদাচন।।৫৮।।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ।।৫৯।।
ক্ষৌরমুপোসনং শ্রাদ্ধং স্নানদানাদিকং হি যৎ।
অন্যতীর্থেষু কর্ত্তব্যং নবদ্বীপে ন তদ্বিধিঃ।।৬০।।
তানি তানি হি কর্ম্মাণি কৃতানি যদি তত্র বৈ।
নশ্যন্তি সহসা দেবী কর্ম্ম-গ্রন্থিনিকৃন্তনাৎ।।৬১।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে জড় কর্ম্মাণি গৌরে দৃষ্টে পরাৎপরে।।৬২।।
অতো বৈ মুনয়ো দেবী নবখণ্ডং সমাশ্রিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজে।।৬৩।।
দ্বীপে দ্বীপে প্রপশ্যন্তি বিষ্ণোরবয়বং পরম্।
গায়ন্তি হরিনামানি মজ্জন্তি জাহ্নবী-জলে।।৬৪।।

অয়ি দুর্গে, যাঁহারা পরমভক্তি-সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের ক্রম শ্রবন করেন, তাঁহাদের আর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইতে হয় না।।৫৭।।

অয়ি দুর্গে, নবদ্বীপ তুল্য স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় প্রভু এবং কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য লভ্য বস্তু আর কোথাও কোন দিন মিলিবে না।।৫৮।।

লোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহাই জন্মের সার্থকতা যে, তাহারা নবদ্বীপ ধামেই ব্রজধামের অনুরূপ ভজন করিতে সমর্থ হয়।।৫৯।।

অন্যতীর্থে ক্ষৌর, উপবাস, শ্রাদ্ধ, স্নান, দানাদি কর্ম্ম বিহিত আছে, কিন্তু নবদ্বীপে তাহার বিধান নাই।।৬০।।

যদি সে সমস্ত কর্ম্মের তথায় অনুষ্ঠান করাও হয়, তথাপি কর্ম্মগ্রন্থির ছেদবশতঃ ঐ সকল নাশ হইয়া যায়।।৬১।।

পরাৎপর শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদ ও জড়কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।।৬২।।

নবরাত্রে নবদ্বীপং ভ্রমন্তি ভক্তিপূর্ব্বকম্।।
জীবন্তি পরমানন্দে মহাপ্রসাদসেবয়া।।৬৫।।
প্রসাদং পরমেশানি গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ।
পাবনং সর্ব্বজীবানাং দুর্ল্লভং দুষ্কৃতাং কিল।।৬৬।।
অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা।।
মুনয়ো ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবম্।।৬৭।।
গৌরনিবেদিতান্নেন ষষ্টব্যাঃ সর্বদা বয়ম্।
পবিত্রং গৌরনির্ম্মাল্যং গ্রাহ্যং দেয়ং জনৈঃ সদা।।৬৮।।
জাত্যভিমানমোহান্ধাবিদ্যাহঙ্কারপীড়িতাঃ।
দুষ্কৃতিদূষিতাঃ সত্ত্বাঃ প্রসদে রতিবর্জ্জিতাঃ।।৬৯।।
অহং তান্ রৌরবে দেবী নিক্ষিপ্য যাতনাময়ে।
দণ্ডং দদামি সত্যং তে বদামি নাত্র সংশয়ঃ।।৭০।।
যত্র তত্র নবদ্বীপে যদন্নং তন্নিবেদিতম্।
তদ্গ্রাহ্যং ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ চণ্ডালাদপি চণ্ডিকে।।৭১।।

অয়ি দেবী, সেইজন্যই মুনিগণ নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করত রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন এবং প্রতিদ্বীপে স্বাংশ-ভগবানের বিগ্রহ-সকল দর্শন, জাহ্নবী-জলে স্নান, নয় রাত্রিতে ভক্তিপূর্ব্বক নবদ্বীপে ভ্রমণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনে মহানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।।৬৩-৬৫।।

হে মহেশ্বরি! মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ সমস্ত জীবের পবিত্রতাজনক, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ।।৬৬।।

আমি ব্রহ্মা, তুমি দেবগণ, ও পিতৃগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ সকলেই ঐ প্রসাদযাচক।।৬৭।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিবেদিত অন্নদ্বারা সর্ব্বদা আমাদের পূজা করিবে। মনুষ্যগণের পক্ষেও পবিত্র গৌরনির্ম্মাল্য দেয় এবং গ্রহণীয়।।৬৮।।

যে-সকল ব্যক্তি জাত্যভিমান ও মোহে অন্ধ, বিদ্যাজনিত অহঙ্কারগ্রস্ত এবং দুষ্কৃতিযুক্ত হইয়া মহাপ্রসাদে আসক্তিহীন হয়, আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাময় রৌরবে নিক্ষেপ করত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি,-- ইহা তেমার নিকট সত্য বলিলাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৬৯-৭০।।

অয়ি চণ্ডিকে! নবদ্বীপের যে-কোন স্থানে চণ্ডালও যদি বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।।৭১।।

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা বহুদূরতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।।৭২।।
ন দেশনিয়মস্তত্র ন পাত্রনিয়মস্তথা।
ন দাতৃনিয়মো দেবী গৌরভুক্ত নিষেবনে।।৭৩।।
আকণ্ঠভোজনাদ্দেবী গৌরে ভক্তিঃ প্রজায়তে।।
ন চাতিধর্ম্মবাধোঽস্তি গৌরভুক্তনিষেবনে।।৭৪।।
অহো দ্বীপস্য মাহাত্ম্যং ন কোঽপি বর্ণনে ক্ষমঃ।
অন্যতীর্থমৃতিঃ পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
নবদ্বীপমৃতিঃ সাক্ষাৎ কেবলা ভক্তিদায়িনী।।৭৫।।
অকালমরণং বাপি কষ্টমৃত্যুর্গৃহে মৃতিঃ।
অপমৃত্যুর্ন দোষায় নবখণ্ডে বরাননে।।৭৬।।
অন্যত্র যোগমৃত্যুর্বা কাশ্যাং জ্ঞানমৃতির্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং ফল্গু চার্ব্বঙ্গি নবদ্বীপে মৃতস্য বৈ।।৭৭।।
বরং দিনং নবদ্বীপে প্রয়াগে কল্পযাপনাৎ।
বারাণসীনিবাসাদ্বা সর্ব্বতীর্থনিষেবনাৎ।।৭৮।।

উক্ত মহাপ্রসাদ শুষ্ক, পর্য্যুসিত অথবা বহুদূরে নীত হইলেও প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করা উচিত, এ বিষয়ে কাল-বিচার নাই।।৭২।।

গৌরাঙ্গের প্রসাদভক্ষণে দেশ, পাত্র সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই।।৭৩।।

হে দেবী! আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। গৌরভুক্ত প্রসাদভক্ষণে অতিধর্ম্ম-দোষ (অধিক ভক্ষণজনিত দোষ) বিচার্য্য নহে।।৭৪।।

এই নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য-বর্ণনে কাহারও ক্ষমতা নাই। অন্যতীর্থে মৃত্যু হইলে মানবের ভোগ ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই নবদ্বীপে মৃত্যু ঘটিলে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।।৭৫।।

অয়ি সন্মুখি! নবদ্বীপে অকাল-মরণ, কষ্ট-মরণ, গৃহ-মৃত্যু বা অপমৃত্যুজনিত দোষ ঘটে না।।৭৬।।

অন্যস্থানে জাত যোগমৃত্যু অথবা কাশীস্থ জ্ঞানমৃত্যু, নবদ্বীপে মৃত ব্যক্তির নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার জানিবে।।৭৭।।

প্রয়াগে কল্প-পরিমিত-কাল বাস করা, বারাণসী ক্ষেত্রে অথবা অন্যতীর্থে বাস করা অপেক্ষা নবদ্বীপে একদিন বাস করাও শ্রেষ্ঠ।।৭৮।।

যোগেঽন্যত্র ফলং যত্তদ্ভোগে দ্বীপে নবে শুভে।।
পদক্ষেপে মহাযজ্ঞঃ শয়নে দণ্ডবৎ ফলম্।।৭৯।।
ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ।
কিং পুনঃ শ্রদ্দধানস্য হরিনামপরস্য চ।
গৌরপ্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহম্।।৮০।।
এতত্তে কথিতং দেবী সমাসেন তবাগ্রতঃ।
গোপ্যং হি ভবতা সর্ব্বং গৌরাঙ্গপ্রভোরিচ্ছয়া।।৮১।।
ধন্যে কলৌ সংপ্রবিষ্টে গৌরলীলা মনোরমা।
প্রকটা ভবিতা হ্যেতৎ ব্যক্তং তদা ভবিষ্যতি।।৮২।।

ইতি শ্রীউর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে
শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্।

অন্যস্থানে যোগদ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই নবদ্বীপসেবায় তাদৃশ ফল জন্মিয়া থাকে। এখানে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ ও শয়নে প্রণামক্রিয়ার ফল অর্জ্জিত হইয়া থাকে।।৭৯।।

এখানে সাধারণ ভোজনমাত্রেই ভগবানের প্রসাদ সেবনের ফল হয়; আর যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও হরিনামপরায়ণ হইয়া গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদ সেবন করেন, তাহাদের ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলিব!!৮০।।

হে দেবী! আমি সঙ্ক্ষেপে যাবতীয় বক্তব্য তোমার নিকট বলিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ইচ্ছানুসারে ইহা গোপন রাখিবে।।৮১।।

ধন্য কলিকাল আরম্ভ হইলে মনোরম গৌর-লীলা প্রকটিত হইবে। তৎকালে এই ধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে।।৮২।।

ইতি শ্রীউর্দ্ধাম্মায় মহাতন্ত্রে শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

কথিতং শ্রীবিশ্বসারে চণ্ডিকায়ৈ শিবেন হি।।ণ।।
গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ।।১।।
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্র-পুরন্দর গৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।।২।।
তন্ত্রে কুলার্ণবে শম্ভুরবদৎ পার্ব্বতীং প্রতি।। ত ।।
ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি।।৩।।
বৃহদ্বক্ষযামলাখ্যে তন্ত্রে তৎ কথিতং পুরা।। থ ।।
কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভূবনজয়ী গৌরসুতনুর্নবদ্বীপে
জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ।
দদৎ পাপীভ্যঃ সংস্তুতমপি হরের্নাম সুকৃতং তরিত্বা
পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ।।৪।।

শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীমহেশ্বর পার্ব্বতীর প্রতি বলিয়াছেন।।ণ।।

অয়ি প্রিয়ে! গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকলিযুগের পাপবিনাশের জন্য ফাল্গুনী-পূর্ণিমা রাত্রিতে মিশ্র-পুরন্দরের গৃহে শচীদেবীর গর্ভে গৌররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।।১-২।।

কুলার্ণব- তন্ত্রে পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বর বলিয়াছেন।।৩।।

অনন্তর কলিযুগের আরম্ভে হরিনামপ্রচারের জন্য গঙ্গাতীরে কোনও মহাগুণনিধি জন্মগ্রহণ করিবেন।।৩।।

পুরাকালে বৃহদ্ব্রহ্মযামল-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।।থ।।

কলিযুগে যে পূর্ণানন্দ ত্রিভুবনজয়ী সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি গঙ্গাসমীপে নবদ্বীপে উদিত হইয়া পাপিগণকে অতিশয় পবিত্র হরিনাম প্রদানপূর্ব্বক পাপসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হউন্।।৪।।

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎস্বর্ণসংসক্তগণ্ডম্।
কেয়ূরাঙ্গদ-দিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ।।৫।।

কপিল-তন্ত্রে,—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি।।৬।।

মুক্তিসঙ্কলিনী-তন্ত্রে,—

কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে নৈমিষ্যারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল।।৭।।

ব্রহ্মযামলে,—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।।৮।।

কৃষ্ণযামলে,—

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।।৯।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখন্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।

যিনি কলিমল-বিনাশের জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশে মাল্য, গন্ডদ্বয়-কর্ণযুগলে সুশোভিত সুবর্ণকুণ্ডলচ্ছটায় উজ্জ্বল, বাহুদ্বয় কেয়ূর ও বলয়ের দিব্যরত্নে অলঙ্কৃত, যিনি ভক্তগণকে পাপনাশন হরিনাম প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিতেছি।।৫।।

কপিলতন্ত্রে উক্ত আছে,—

ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুরে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করত ভগবান্ পার্ষদগণের সহিত কীর্ত্তন করিবেন।।৬।।

মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষ্যারণ্য এবং কলিযুগে 'নবদ্বীপ' তীর্থ বলিযা উক্ত হইয়াছে।।৭।।

ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন,— অথবা আমি আমার ভক্তরূপে কলিযুগে সংকীর্ত্তনকালে পৃথিবীতে মায়াপুরে অবতীর্ণ হইব।। ৮।।

কৃষ্ণযামলে বলিয়াছেন,— পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে শচীসুতরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।।৯।।

ইতি - শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বিদ্বদ্ভির্যৎ সমীরিতম্।
সংগৃহীতং ময়া সর্ব্বমধ্যায়েঽস্মিন্ সুখাবহম্।।দ।।
আদৌ কর্ণপূরস্যৈব বর্ণনং শৃণু যত্নতঃ।
চৈতন্যচরিতে কাব্যে নবদ্বীপকথাশ্রয়ে।।ধ।।
ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোপি
দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দদাত্যতো
দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্ল্লভম্।।১।।
অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্য সঞ্চয়ং
সমস্তমেকত্র বিধায় সর্ব্বতঃ।
মহীরুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা দধৌ
নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিমু।।২।।
প্রভুঃ কদা বাবতরিষ্যতীত্যদো
বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রফুল্লয়া।
মনোরথাচক্রান্তিবশাদনেকশঃ
সতাং পদাব্জানুগতির্যয়া দধে।।৩।।

নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমি সেই সকল আনন্দদায়ক বাক্য সংগ্রহ করিতেছি।।দ।।

চৈতন্যচরিত-কাব্যে নবদ্বীপ-কথা আশ্রয় করত কবিকর্ণপুর যাহা বর্ণন করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই যত্নসহ শ্রবণ কর।। ধ।।

অশেষ পুণ্যগুণশালিনী এই ধরিত্রী দিব্য স্বর্গধাম হইতে ভাগ্যবতী এবং শ্রেষ্ঠতরা। যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট নানারত্ন প্রদান করিয়া থাকে, সেই জন্যই তাহার ফল স্বরূপ নবদ্বীপ-নামক অতি দুর্ল্লভ পুণ্যস্থানকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।।১।।

পৃথিবী তাহার বহুবিধ সঞ্চিত ভাগ্যরাশিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়াই কি এই নবদ্বীপরূপা খ্যাতি ধারণ করিয়াছেন এবং এখানকার বৃক্ষরাজি কি সেই ভাগ্যরাশি-সঞ্চয়-নিবন্ধন পুলকজনিত রোমাঞ্চ-স্বরূপ।।২।।

কোন কালে প্রভু অবতীর্ণ হইবেন,-এই চিন্তায় মনে মনে অতিশয় প্রফুল্লা হইয়া এই ভুমি মনোরথের তাড়নায় বহু-প্রকারে সাধুগণের পাদপদ্মের অনুসরণ করিয়াছে।।৩।।

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনীদধার
ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্।
বদেদমুষ্যাং চ বিমুক্তিদায়িনী
প্রভোঃ পদস্পর্শরসামলাত্মনঃ।।৪।।
আপ্লাব্য বা ধূর্জ্জটীসজ্জটাতটীং
কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাম্।
শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্বরূপিণীম্
লব্ধপূর্ব্বাং শফরীং সমাসদৎ।।৫।।
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য পাবনী
ধারামনোজ্ঞা মধুরা মহীয়সঃ।
চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী
সমন্ততোঽসৌ বিমলাম্বু বাহিনী।।৬।।
দ্রবস্বরূপাপি ভবাব্ধিশোষিণী
শুভ্রাপি যাসীদ্ধৃতকৃষ্ণবিগ্রহা।
ক্ষিত্যাশ্রিতাপি দ্যুনদীতি বিশ্রুতা
ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা।।৭।।
সেয়ং নবদ্বীপ-ভুবো মহীয়সীং
শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী।
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য সৌরভং
প্রাপ্যেব ভূয়োৎকলিকাকুলীককৃতা।।৮।।

এই পৃথিবী যেন নবদ্বীপ-রূপে পুনরায় অন্য এক মথুরাপুরীকেই ধারণ করিতেছে, এবং প্রভুপাদস্পর্শরসে যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহাকে মুক্তি দান করত যেন নিজেকে মথুরাপুরী বলিয়াই বলিতেছে।।৪।।

যিনি কপালমালার কান্তিযুক্ত মহাদেবের জটাতট প্লাবিত করায় স্বকীয় বারিগর্ভে তদীয় ললাটস্থ চন্দ্রকলার প্রতিবিম্বপাতে যেন অলব্ধপূর্ব্ব শফরীর (মৎস্য বিশেষ পুটী মাছের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন)।

যিনি প্রভুর পদযুগল হইতে রম্য-ধারায় প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করেন, এবং চতুর্দ্দিকে মধুর ও বিমল জলভার বহনপূর্ব্বক জীবকে মহৎপদ দান করেন।

যিনি দ্রব্যস্বরূপা হইয়াও ভবসমুদ্র শোষণ অর্থাৎ জীবের সংসার-দশা-নাশ করেন,যিনি শুভ্রবর্ণা হইয়াও কৃষ্ণ-বিগ্রহা (অবগাহন-কালে নিজের সলিলে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন), যিনি পৃথিবীতে প্রবাহিতা হইয়াও স্বর্গতরঙ্গিণী-নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন (স্বর্গ হইতে আগতা বলিয়া ঐ নাম), যিনি জীবের যাবতীয় ভ্রম দূর করিয়া ভ্রমি-বিভ্রম ধারণ করিতেছেন (ভ্রমি-আবর্ত্ত, এবং বিভ্রম-তদীয় ভঙ্গী, পক্ষে, ভ্রমে পতিত), সেই গঙ্গাদেবী প্রভুর পাদ পদ্মের সৌরভ-লাভেই যেন কল্লোলধ্বনিতে আকুলিতা হইয়া নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত তত্রত্য ভূমিভাগের পরম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। (কুলক-এ স্থলে চারিটী শ্লোকে একত্র অন্বয়)।।৫-৮।।

চতুর্ভিঃ কুলকম্। বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেব-
সত্তমাঃ সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু শ্রুতি-
স্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ।।৯।।
স্বভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ
সধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাম্বরাঃ পরে।
প্রতিষ্ঠয়া নির্ভরশুভ্রয়া সদা
সমন্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ।।১০।।
তেনৈব বর্ণিতং চন্দ্রোদয়াখ্যে নাটকে পুনঃ।।ন।।
গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া
যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্মুর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী।।১১।।

যেখানে (নবদ্বীপ) সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ এবং বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম-সকলের সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিধিস্বরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণ বাস করেন।।৯।।

যেখানে উত্তমস্বভাব ভিষক্ (বৈদ্য) গম স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বৈশ্যগণ স্বোপার্জিত শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইয়া বাস করিতেছে।।১০।।

তিনিই 'চন্দ্রোদয়' — নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন।।ন।।

যিনি পুণ্যতীর্থ-সকলের শিরোভূষণস্বরূপা, যিনি নবদ্বীপ-নাম্নী নগরীকে নিজমণ্ডলের মধ্যে ধারণ করিতেছেন, সেই গৌড়ভূমি জয়যুক্ত হউন্। সেই গৌড়ভূমিতে (অথবা নবদ্বীপে) কনককান্তি শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেখানে প্রতি পুরীতে ভক্তিদেবী স্পন্দিত হইতেছেন ।।১১।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং চ । -
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
শ্বেতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা।।১২।।
শ্রীচৈতন্যস্তবে যত্তৎরূপেণ গদিতং শৃণু।।প।।
গতির্যঃ পুন্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপ-মহিমা
ভবেন্নালং কুর্ব্বনন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদঃ।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরাততরাং নঃ কৃপয়তু।।১৩।।
প্রবোধানন্দবাক্যং যত্তদিদং শৃণু সাম্প্রতম্।। ফ ।।
স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌ-
দার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যং পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্।।১৪।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়াও উক্ত হইয়াছে,— রসজ্ঞগণ যাহাকে শ্রীবৃন্দাবন, বহু বিষয়জ্ঞগণ যাহাকে গোলোক, অপর কতিপয় ব্যক্তি যাহাকে শ্বেতদ্বীপ এবং অন্যে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, অত্যাশ্চর্য্য-মহিমাময় সেই নবদ্বীপধাম জয়যুক্ত হউন।।১২।।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।। প ।।

যিনি পুন্ড্রগণের একমাত্র গতি স্বরূপ, যিনি নবদ্বীপের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্মদ্বারা ভুবনপূজ্য শ্রোত্রিয়কূল অলঙ্কৃত হইয়াছে, যিনি পরমহংস (সন্ন্যাস) আশ্রমকে স্বীকার করত তাহা পবিত্র করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যরূপী সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি অতিশয় কৃপান্বিত হউন।।১৩।।

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধানন্দ মহোদয়ের বাক্য শ্রবণ কর।। ফ ।।

যিনি স্বকীয় মর্য্যাদা (ভগবৎস্বরূপ) লঙঘন করত (অর্থাৎ ভক্তরূপে) অতিশয় উদারতার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণীত, এবং অন্য জীবকে স্বকীয় বিশুদ্ধ প্রেমামৃতের উন্মাদক মধুর-ধারা প্রদানের জন্য পরমপদ নবদ্বীপধামে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানকে স্তব করিতেছি।।১৪।।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরস্য, -

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যেধাম্নি নিত্যং ভজামঃ।।১৫।।

শ্রীমন্নবদ্বীপধ্যানম্,-

ফুল্লৎ শ্রীমদ্দ্রুমবল্লিতল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলী
রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্।
সদ্রত্নাচিততীর্থদিব্যনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজধূলি-
ধূসরিতাঙ্গ ভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী।।১৬।।
তস্যাস্তীরসুরম্যহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছ্রীনবদ্বীপো
ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্।
নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈর্হৃৎকর্ণহারীহি যঃ।।১৭।।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি— নিত্যধামে নিত্যভক্তগণ ও নিত্যভক্তিদেবীর সহিত নিত্যকাল প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যস্বরূপ নিত্য অলঙ্কৃত ব্রহ্মসূত্রতত্ত্বকে নিত্য ভজনা করি।।১৫।।

শ্রীনবদ্বীপধামের ধ্যান এইরূপ— যাঁহার তীরদেশ প্রফুল্ল, রম্য ও প্রশান্ত বৃক্ষলতায় এবং গর্ভদেশ তরঙ্গরাজিদ্বারা পরিশোভিত, যেখানে মন্দ-মারুত সতত প্রবাহিত হইতেছে, মরাল, পদ্ম প্রভৃতির মধ্যে ভৃঙ্গগণ সর্ব্বদা বিহার করিতেছে, যাহার সুরম্য জলাবতরণখট্ট (খাট) সমূহ সদ্রত্ন পরিখচিত, যিনি শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পারগ-ধূসর-বিগ্রহ-নিবন্ধন ভাববিশিষ্টা, তাদৃশী সুপবিত্রা গঙ্গার তীরদেশে সুরম্য হিরন্ময় ভূভাগে শ্রীভগবানের আনন্দ-বন্যা-প্লাবিত সুমঙ্গল নবদ্বীপধাম-বিরজত।

সেই স্থান সর্ব্বদা মহাজনগণদ্বারা পরিসেবিত ও নানাবিধ পুষ্প-ফলশালি-বৃক্ষলতায় পরিশোভিত হইয়া নানাবর্ণ বিহঙ্গ-সকলের সমধুর গানে কর্ণ ও চিত্ত হরণ করিতেছে।।১৬-১৭।।

তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারাণি রম্যাঙ্গণ-
মারামোপ-বনালিমধ্যবিলসদ্বেদীবিহারাস্পদম্।
সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্ভক্তালিনিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎপত্তনম্।।১৮।।
তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং
শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎসংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণম্।
লক্ষ্মস্ত্যন্তঃ পুরপাকভোগশয়ন শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্
গৌরাঙ্গহরের্ব্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতম্।।১৯।।
তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরা-
মুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সদ্ভক্তিরত্নাচিতম্।
বেদদ্বারসদষ্টমৃষ্টমণিরুট্‌শোভা কবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্।।২০।।

সেই নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকসমূহের সুরম্য অঙ্গন, আরাম উপবনে সুন্দর বেদী ও বিহারস্থান বর্ত্তমান। সেখানে সর্ব্বদা সদ্ভক্তিশীল মহাভক্তগণের উৎসব সম্পন্ন হইতেছে এবং সেই পুরের প্রতিগৃহ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিশোভিত রহিয়াছে।।১৮।।

সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পুর বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিশয় সুন্দর ও আনন্দে পরিপূর্ণ। তাহার তোরণ (সিংহদ্বার) ও প্রাচীর সূর্য্যকান্তি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-নির্ম্মিতা। মধ্যে শ্রীনারায়ণের গৃহ, তাঁহার সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনের প্রাঙ্গণ, ঐ পুরে যথাস্থানে লক্ষ্মীদেবীর অন্তঃপুর, পাক, ভোগ, শয়ন ও চন্দ্রশালিকা গৃহাদি অবস্থিত।।১৯।।

ঐ পুর-মধ্যে, সুনির্ম্মল চন্দ্রাতপ ও চন্দ্রকান্তমণি-পরিশোভিত শ্রীমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরের চারিটী দ্বার, আটটী কপাট, প্রত্যেক কপাটই অত্যুৎকৃষ্ট পরিমৃষ্ট-মণি-কিরণে দেদীপ্যমান। মন্দিরের চূড়াটী রত্ন-কলসপরিশোভিত এবং ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে হীরকখণ্ড চন্দ্রকান্তমণি, তাহারই মধ্যে মধ্যে মুক্তাদাম ও বিচিত্র সুবর্ণরাজি-সমন্বিত ও সদ্ভক্তিতুল্য নানা রত্ন খচিত।।২০।।

তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখর শ্রীকেশরসন্নিভে।
কূর্ম্মাকার মহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতপচন্দ্রপত্র বিমলে যদ্‌ভাতি সিংহাসনম্।।২১।।
পার্শ্বাধঃ পদ্মপট্টীঘটিতহরিমণি স্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং।
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিক্য কান্ত্যুজ্জ্বলম্।।
তূলান্তশ্চীন চেলাসনমুডুপ-মৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্।।২২।।
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যার্চ্চন-চন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যানং সম্পূর্ণম্।

শ্রীমন্নবদ্বীপ স্তোত্রম্-

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।১।।
যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিৎ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।২।।

তাহার মধ্যে মণি ও বিচিত্র হেম-রচিত মন্ত্রবর্ণ ও যন্ত্রযুক্ত ষট্‌কোণ মধ্যবর্ত্তী বীজকোষের শিখর-প্রদেশে কেশরতুল্য কূর্ম্মাকার যোগপীঠে আকাশ, সূর্য্যকিরণ কর্পূরপত্র-তুল্য শুভপদ্মে যে হিংহাসন বিরাজমান।।২১।।

যাহারা পার্শ্বে অধোদেশে পদ্মরাগ-মণি-পট্ট-খচিত যে ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভ, পৃষ্ঠদেশে বৈদূর্য্যমণি এবং বিচিত্রাবরণাবলম্বিত শ্রেষ্ঠ মণি ও মহা-মৌক্তিককান্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল, যাহাতে শশাঙ্ক-কোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত তুলিকাসন এবং প্রান্তদেশে পৃষ্ঠোপধান (পৃষ্ঠবালিশ) বিরাজমান এবং যাহাতে স্বর্ণখণ্ডোপরি বিচিত্র অষ্টমন্ত্রবর্ণ অষ্টকোণে বিরাজমান এবং যাহা হরিচরণ-ধ্যান-গম্য, সেই সিংহাসন বিরাজমান।।২২।।

ইতি চৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যান সম্পূর্ণ।

শ্রীমদরূপগোস্বামী-প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-স্তুতি, যথা—

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্যতটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।১।।

যাহাকে কেহ কেহ পরব্যোম, কেহ কেহ গোলোক এবং তত্ত্বজ্ঞগণ বৃন্দাবন বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।২।।

যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্নবিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৩।।
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সুবর্ণসোপান-নিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌরবগাহ মধ্যে স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৪।।
মহান্ত্যনন্তানি গৃহাণি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৫।।
বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষিদেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৬।।
যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৭।।
গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরেণ সর্ব্বম্।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জ্বলভাবসিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৮।।
এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ।।৯।।

যে-স্থানে নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানাবৃক্ষে সুশোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারের সুযোগ দান করে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করি।।৩।।

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৪।।

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠ গৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৫।।

যেখানে লোক-সকল, বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত, ঋষি দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৬।।

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদিলীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দলাভ, শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকেস্মরণ করিতেছি।।৭।।

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করত সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৮।।

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করেন।।৯।।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং
শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্।
গীতং গৌড়ীয়ভাষায়াং বিদ্বদ্ভির্বহুভির্মুহুঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং গ্রন্থেষু বহুষু পৃথক্।
তানি তানি হি বাক্যাণি সমালোচ্য সমন্ততঃ।
নবদ্বীপকথায়াস্তু রমন্তু ভগবৎ-প্রিয়া ।। ব।।○

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীনবদ্বীপাষ্টক সম্পূর্ণ।

আরও বহু বহু পণ্ডিত অনেকানেক গ্রন্থে গৌড়ীয়-ভাষায় শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য পৃথক্‌ভাবে বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সমস্ত বাক্য সমালোচনাপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের কথায় আসক্ত হউন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

○ শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে-
'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।।
প্রভুর শ্রীধাম, ভক্তি, নিত্য-পরিকর।
ইথে অন্য মত যার, সেই ত' পামর।।'

শ্রীমন্নরোত্তম-ঠাকুর-বাক্য-
"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস।।"

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী--
"প্রভু কহে,-- 'আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।।'
এত চিন্তি' লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম।।"

শ্রীমন্নরহরিদাস--
"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর-শ্যাম-রূপে প্রভু সদা বিলসয়।"

সমাপ্তশ্চায়ং প্রমাণখণ্ডঃ।